রাঁচি, মঙ্গলবার
22:08:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>306 >>04 Vadra 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >>৩০৬ >><< ০৪ঠা, ভাদ্র ১৪৩০>>

পাকিস্তানে বাস দুর্ঘটনায় নিহত ১৮, আহত ১৩ জন

লাহৌর ঃ পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় পাঞ্জাব প্রদেশে আন্তঃনগর মহাসড়কের একটি জরুরি বাসস্টপেজ লেনে দাঁড়িয়ে থাকা ভ্যানকে, একটি বাস ধাক্কা দিলে বাসটিতে আগুন ধরে যায়। এতে অন্তত ১৮ জন নিহত হন। আহত হন আরো ১৩ জন। পুলিশ ও উদ্ধারকর্মীরা রবিবার এ কথা জানিয়েছেন। জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা ফাহাদ আহমেদ জানান, রবিবার ভোরে পিন্ডি ভাটিয়া এলাকার কাছে, ইসলামাবাদগামী একটি বাস লাহোরইসলামাবাদ মোটরওয়ের একটি জরুরি বাসস্টপেজ লেনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ভ্যানকে ধাক্কা দেয়। আহমেদ আরো জানান, ভ্যানটি জ্বালানি ভরা ড্রাম বহন করছিলো। এর ফলে আগুন ধরে যায় এবং আগুন বাসে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি আরো জানান, বাসটিতে ৪০ জনের বেশি যাত্রী ছিলো। উদ্ধার করা যাত্রীদের প্রত্যেকেই মারাত্মকভাবে দগ্ধ হয়েছেন। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। কয়েকজন জানালা দিয়ে বের হয়ে আসেন। এ সময় তারা সামন্য দগ্ধ হন। দুর্ঘটনা কবলিত দুটি গাড়ির চালকই নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বাজার দর

SENSEX : 65216.09 +267.43
NIFTY : 19393.60 +83.45

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
31.00 °c	25.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .16 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .27 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

বিতর্কিত দক্ষিণ চীন সাগরে যৌথ নৌমহড়ার পরিকল্পনা করছে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও অস্ট্রেলিয়া

ফিলিপাইন ঃ ফিলিপাইনের নিরাপত্তা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং অস্ট্রেলিয়া এই সপ্তাহে পশ্চিম ফিলিপাইনের কাছে, দক্ষিণ চীন সাগরে একটি যৌথ নৌ মহড়ার পরিকল্পনা করছে।বিতর্কিত জলসীমায় চীনা আগ্রাসনের সাম্প্রতিক ঘটনার পর, এই অঞ্চলে আইনের শাসনের প্রতি তাদের অঙ্গীকারকে তুলে ধরতেই এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বলে জানান কর্মকর্তারা । গত ৫ আগস্ট চীনের উপকূল রক্ষীদের জাহাজ থেকে বিতর্কিত সমুদ্রসীমায় ফিলিপাইনের জাহাজ লক্ষ্য করে জলকামান ব্যবহার করা হয়। এখানে চলমান বিবাদ, দীর্ঘদিন ধরেই সংঘাত সৃষ্টির সম্ভাব্য কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে আসছে। আর এটা, এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের দ্বন্দ্বের সম্মুখ রেখায় পরিণত হয়েছে। এই মহড়ায় তিনটি বিমান ও হেলিকপ্টারবাহী রণতরী একত্রে সাগরযাত্রা করবে, শক্তি প্রদর্শন করবে এবং যৌথ অনুশীলনে অংশ নেবে। ফিলিপাইনের দুই নিরাপত্তা কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা এপিকে জানিয়েছেন, মহড়ার পর জাহাজগুলোর কমান্ডাররা ম্যানিলায় তাদের ফিলিপিনো সমকক্ষদের সঙ্গে বৈঠক করবেন।পরিকল্পিত মহড়ার বিষয়ে বিশদ আলোচনার অনুমতি না থাকায়, তারা কেউই তাদের নাম প্রকাশ করেননি। যুক্তরাষ্ট্র ইউএসএস আমেরিকা নামে একটি বিমানবাহী রণতরী মোতায়েনের পরিকল্পনা করছে অন্যদিকে জাপান তার বৃহত্তম যুদ্ধজাহাজ, হেলিকপ্টার ক্যারিয়ার জেএস ইজুমোকে প্রেরণ করবে। আর, রয়্যাল অস্ট্রেলিয়ান নেভি তাদের এইচএমএএস ক্যানবেরাকে পাঠাবে মহড়ায় অংশ নিতে। এটিও একটি হেলিকপ্টারবাহী জাহাজ। দুই কর্মকর্তার মধ্যে একজন বলেন, কয়েক মাস আগেই এই যৌথ মহড়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সামরিক সরঞ্জাম ও উপকরণের সীমাবদ্ধতার কারণে ফিলিপাইন এই সপ্তাহের এই মহড়ায় অংশ নিচ্ছে না। তবে, ভবিষ্যতে এমন মহড়ায় যুক্ত হবে বলে জানান কর্মকর্তারা।

দক্ষিণের সামরিক মহড়ার মুখে উত্তর কোরিয়ার আস্ফালন

পিয়ংইয়ং ঃ অ্যামেরিকা ও দক্ষিণ কোরিয়ার যৌথ সামরিক মহড়ার মুখে উত্তর কোরিয়া কৌশলগত ক্রুজ মিসাইল উৎক্ষেপণ করেছে বলে দাবি করছে। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কড়া পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন।

অ্যামেরিকা ও দক্ষিণ কোরিয়ার যৌথ সামরিক মহড়ার মুখে উত্তর কোরিয়া কৌশলগত ক্রুজ মিসাইল উৎক্ষেপণ করেছে বলে দাবি করছে। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কড়া পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন। কোরীয় উপদ্বীপে উত্তেজনা কখনো পুরোপুরি দূর হয় না। এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়া বাৎসরিক যৌথ সামরিক মহড়া শুরুর আগেই উত্তর কোরিয়া বেশ প্রতীকী পদক্ষেপ নিয়ে নিজস্ব শক্তি প্রদর্শন করলো। সে দেশের শীর্ষ নেতা কিম জং উন নিজে পূর্ব উপকূলে এক যুদ্ধজাহাজ থেকে কৌশলগত ক্রুজ মিসাইল উৎক্ষেপণ পরিদর্শন করে কড়া বার্তা দিয়েছেন। উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা কেসিএনএ সোমবার এই খবর জানিয়েছে। রাষ্ট্রীয় সূত্র অনুযায়ী যুদ্ধজাহাজের আক্রমণের ক্ষমতা ও

মিসাইল সিস্টেমের কার্যকারিতা খতিয়ে দেখতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে 'প্রকৃত যুদ্ধ' হলে হামলা চালানোর জন্য নাবিকদের ক্ষমতার উন্নতিও জরুরি ছিল। কেসিএনএ জানিয়েছে, কিম সব দেখেশুনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট। উল্লেখ্যস অ্যামেরিকা ও দক্ষিণ কোরিয়ার যৌথ সামরিক মহড়াকে উত্তর কোরিয়া যুদ্ধের 'রিহার্সাল' হিসেবে গণ্য করে।

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, উৎক্ষেপণের লক্ষণ আগেই শনাক্ত করা হয়েছিল। তবে কেসিএনএ সংস্থার দাবিকে বাস্তবের তুলনায় 'অতিরঞ্জিত' বলে মন্ত্রণালয় বর্ণনা করেছে। তবে উত্তর কোরিয়া ঠিক কী করেছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানায় নি। সোমবার অ্যামেরিকা ও দক্ষিণ কোরিয়া পূর্বঘোষিত 'উলচি ফ্রিডম শিল্ড' নামের গ্রীষ্মকালীন সামরিক মহড়া শুরু করেছে। ৩১শে আগস্ট পর্যন্ত সেই মহড়া চলবে। উত্তর কোরিয়ার পরমাণু অস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্রের হুমকির জবাব দিতে প্রস্তুতি হিসেবেই এই মহড়া চালানো হচ্ছে বলে দুই দেশ জানিয়েছে। চলতি বছরের মহড়া এ যাবৎ সবচেয়ে বড় হবে বলে দক্ষিণ কোরিয়ার সেনাবাহিনী আগেই জানিয়েছিল। জাতিসংঘের কমান্ডের কয়েকটি সদস্য দেশও মহড়ায় অংশ নিচ্ছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইয়ুন সুক ইয়েওল জানিয়েছেন, এবারের সামরিক মহড়া শুধু প্রচলিত যুদ্ধের প্রস্তুতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সাইবার যুদ্ধ, সন্ত্রাসী হামলা বা ড্রোন হামলার মুখে কী করা যায়, সেই প্রস্তুতিও নেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া উত্তর কোরিয়া ভুয়া খবরের অভিযানও চালাতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। সম্ভাব্য উত্তর কোরিয়ার হ্যাকাররা সামরিক মহড়া বানচাল করতে আগেই কনট্র্যাক্টরদের ইমেল হামলা চালিয়েছে।

জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের এক বৈঠকে প্রেসিডেন্ট ইয়ুন বলেন, ''একমাত্র অপ্রতিরোধ্য শক্তির মাধ্যমে প্রকৃত শান্তি আসতে পারে। একতরফা ভিক্ষার আবেদন বা গুডউইল দিয়ে কিছু হবে না। তাঁর মতে, উত্তর কোরিয়া বার বার আগে থেকেই পরমাণু অস্ত্র হামলা ও আগ্রাসী যুদ্ধের কথা বলে। কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়া যে কোনো উসকানির উচিত জবাব দিতে প্রস্তুত। দক্ষিণ কোরিয়ার নেতৃত্ব সামরিক মহড়ার মুখে উত্তর কোরিয়ার কোনো পালটা পদক্ষেপের আশঙ্কা করছিল। প্রতিবাদ দেখাতে সে দেশ ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল পরীক্ষা বা অন্য কোনো সামরিক পদক্ষেপ নেবে, সৌল এমনটা ধরেই নিয়েছিল। তার উপর গত সপ্তাহে দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান ও অ্যামেরিকার যৌথ শীর্ষ সম্মেলনের কারণে উত্তর কোরিয়া আরো মরিয়া হয়ে উঠেছে বলে তাদের ধারণা। গত দুই বছর ধরেই পিয়ং ইয়ং কৌশলগত ক্রুজ মিসাইল পরীক্ষা করছে। সেগুলির উপর পরমাণু অস্ত্র বসানো সম্ভব বলে অনেক সামরিক বিশেষজ্ঞ মনে করছেন।

রাশিয়ায় হামলা চালাতে সোভিয়েত আমলের ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করছে ইউক্রেন

দোনেৎস্কঃ ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক তাদের ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন বিষয়ক দৈনিক প্রতিবেদনে রবিবার বলেছে, ইউক্রেন রাশিয়ার অনেক ভেতরে আক্রমণ শুরু করেছে। আর, রুশ বিমানবাহিনীর শীর্ষ নেতৃবৃন্দ খুব সম্ভবত রাশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার চাপে রয়েছেন।

ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক বলেছে, রাশিয়ার নাগরিকদের ওপর সরাসরি প্রভাব কম পড়বে, প্রায় নিশ্চিতভাবে এটা বিশ্বাস করে, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনে আক্রমণ করেছিলেন। মন্ত্রকের প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, চালকবিহীন আকাশ যানগুলো এখন নিয়মিত মস্কোতে আঘাত হানছে। এসএ৫ গ্যামন ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিনিয়ত রাশিয়ায় আঘাত হানার খবর বৃদ্ধি পাচ্ছে।ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, সাড়ে সাত টন ওজনের সোভিয়েত আমলের গ্যামন মিসাইল ব্যবস্থাকে ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়েছিলো। এখন, দৃশ্যত এটি স্থলভাগে আক্রমণ পরিচালনার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হিসাবে আবার ব্যবহৃত হচ্ছে। কিয়েভ থেকে প্রায় ১৪৫ কিলোমিটার উত্তরে ইউক্রেনের ঐতিহাসিক শহর চেরনিহিভের সেন্ট্রাল স্কোয়ারের কাছে শনিবার রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ছয় বছর বয়সী এক শিশুসহ সাতজন নিহত ও ১৪৪ জন আহত হয়। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি তার দৈনিক ভাষণে প্রাণঘাতী এই হামলার প্রতিশোধ নেয়ার অঙ্গীকার করেন।তিনি বলেন, আমি নিশ্চিত, আমাদের সৈন্যরা এই সন্ত্রাসী হামলার জন্য রাশিয়াকে জবাব দেবে যথাযথ জবাব দেবে। ধর্মীয় ছুটির দিনে গির্জায় যাওয়ার সময় ক্ষেপণাস্ত্রটি আঘাত হানে। আহতদের মধ্যে ১২ জন শিশু এবং ১০ জন পুলিশ কর্মকর্তা রয়েছেন বলে ইউক্রেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে। ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের পর স্টকহোমে তারা প্রথম সফরের সময় জেলেন্সকি সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী উলফক্রিস্টারসনের কাছে ইউক্রেনের বিমান প্রতিরক্ষা জোরদারে সহায়তা চান। সে সময় তিনি সুইডেনে নির্মিত গ্রিপেন যুদ্ধবিমান দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। গত জুনে, সুইডেনের সরকার বলেছিলো, তারা ইউক্রেনের পাইলটদের তাদের বিমান নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান সাব নির্মিত জেট বিমান পরীক্ষা করার সুযোগ দেবে। তবে, এগুলো সুইডেনের আকাশসীমা রক্ষায় প্রয়োজন বলে উল্লেখ করে দেশটির সরকার।

সিমলার ধসে এখনও আটকে মৃতদেহ

সিমলা ঃ এক সপ্তাহ পরেও সমস্ত দেহ উদ্ধার করা যায়নি। হিমাচলপ্রদেশজুড়ে হড়পা বান আর ধস।

গত ১৪ অগাস্ট সিমলার সামার হিলে আচমকাই ধস নামে। ভূমি ধসে ভেঙে পড়ে আস্ত একটি শিব মন্দির। মন্দিরে সে সময় বেশ কিছু পূণ্যার্থী ছিলেন। তাদের অনেকরই মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার পর এক সপ্তাহ কেটে গেলেও উদ্ধারকাজ শেষ করা যায়নি বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। বার বার ধস নামায় এবং হড়পা বান আসায় কাজে বিঘ্ন ঘটেছে। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে ১৭ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু এখনো অন্তত দুই তিনটি মৃতদেহ ধসের নিচে আটকে আছে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রশাসন জানিয়েছে, দুইএকদিনের মধ্যে ওই মৃতদেহগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে। বস্তুত, সামার হিলে যেভাবে ধস নেমেছে তা অভূতপূর্ব। ক্যামেরায় যে ছবি এসেছে তা ভয়ংকর। সেখানে দেখা যাচ্ছে, আচমকাই আস্ত একটি পাহাড়ের অংশ ধসে পড়ছে। গোটা হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরখণ্ডজুড়ে একের পর এক ধস নেমেছে। জায়গায় জায়গায় হড়পা বান এসেছে। বহু মানুষ তাদের ঘর হারিয়েছেন।হিমাচল প্রদেশেরমুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিংহ সুখু সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, অন্তত ১০ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। সরকারি হিসেবে ২০২২টি সম্পূর্ণভাবে ভেঙে গেছে, নয় হাজারের কিছু বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখনো পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন ২২৪জন। বেশ কিছু মানুষ এখনো নিখোঁজ। সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, এবারের বর্ষায় যে বিপুল ক্ষতি হয়েছে তা মেরামত করতে অন্তত এক বছর সময় লাগবে।

আলোচনা

ভারত চায় বাংলাদেশের সঙ্গে যত চুক্তি হয়েছে তার সুফল ভোগ করতে

যুক্তরাষ্ট্র, ভারত আসলে কী চায়, কী চায় না

কলকাতা ঃ নির্বাচনের আগে শেখ হাসিনার সরকারকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের অবস্থান স্পষ্ট হচ্ছে। প্রশ্ন উঠেছে যুক্তরাষ্ট্রের পর ভারতেরও হস্তক্ষেপ নিয়ে। বিশ্লেষকরা কলছেন, দুই দেশের তৎপরতাই বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ।

তারা বলছেন, এখানে গণতন্ত্র বা নির্বাচন মূখ্য বিষয় নয়। আসল কথা হলো, যার যার স্বার্থ। বিশ্লেষকরা মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো যার যার সুবিধা বিবেচনায় রাজনীতি করছে।

বিষয়টি নিয়ে চলছে আলোচনা সমালোচনা। প্রতিবেদনে সূত্রের বরাতে যা বলা হয়েছে তার বার্তা হলো ভারত অ্যামেরিকাকে বলতে চেয়েছে, শেখ হাসিনাকেই তারা বাংলাদেশের ক্ষমতায় দেখতে চায়। এ নিয়ে বিএনপি মহাসচিব এরই মধ্যে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারত যদি কোনো পদক্ষেপ নেয়, তাহলে তা হবে অত্যন্ত দুঃখজনক। আমরা মনে করি, সেটা বাংলাদেশের মানুষের জন্য এবং এই অঞ্চলের মানুষের জন্য শুভ হবে না। যদি নিউজটা সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে তারা হস্তক্ষেপ করছে।'' আর ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও সমমনারা দৃশ্যত এখন বেশ ফুরফুরে মেজাজে। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, ভারত কী একটা বার্তা দিয়েছে, সেখানে কমেঃট করে, অবস্থাটা এমন, ভীতিভয়ে হাত পা মনে হয় গুটিয়ে ফেলেছে নেতারা(বিএনপির)। ভারত ভীতিতে সারা রাতে কয়বার যে জাগন হয়, ঘুম ভেঙে যায়। যারা যুক্তরাষ্ট্রকে বার্তা পাঠানোকে ভারতের হস্তক্ষেপ বলেন, তাহলে একাত্তর সালে কী হয়েছিল? ভারত সেই সময় আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল। তাদের সৈন্যরা রক্ত দিয়েছে, আমাদের শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে। অস্ত্র দিয়েছে, ট্রেনিং দিয়েছে সেটা কি অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ?

ভারত আর যুক্তরাষ্ট্রের এই ইস্যু নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বিদেশি রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বিষয়টি আবার সামনে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্র আগেই নতুন ভিসা নীতির মাধ্যমে বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচনে যারা বাধা দেবে, তাদের ভিসা না দেয়ার কথা বলেছে।

সাবেক রাষ্ট্রদুত মো. তৌহিদ হোসেন বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আর ভারত উভয় দেশই বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করছে। এখানে সব সময়ই হস্তক্ষেপ হয়। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো সেটাকে তাদের রাজনৈতিক সুবিধা অসুবিধার দিক থেকে দেখে। যার পক্ষে যায় সে স্বাগত জনায়, যার বিপক্ষে যায় সে হস্তক্ষেপ বলে। এটাই হলো এখানকার রাজনীতি। এখানে সত্যের সঙ্গে সম্পর্কের কোনো বিষয় নেই। যার যার সুবিধা বা অসুবিধা বিবেচনা করে তারা কথা বলে।''

তিনি বলেন, ভারত তো চাইবেই এই সরকার ক্ষমতায় থাকুক। তারা ১৫ বছর ধরে এই সরকারের সঙ্গে ডিল করছে। অনেক সুবিধা নিয়েছে। সামনে আরো সুবিধা চাইবে। অ্যামেরিকার অবস্থাও তাই । তারা তাদের স্বার্থ চায়। তারা চায় বাংলাদেশ তাদের অনুগত থাকুক।

আর যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবির বলেন, আমরা সিলেকটিভলি ফোকাসড হয়ে যাচ্ছি। তাই যার যার স্বার্থ বিবেচনা করে হস্তক্ষেপ বা হস্তক্ষেপ না বিষয়গুলো বিবেচনা করছি। এখানে রাজনৈতিক দলগুলোর আপেক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে। তারা যার যার সুবিধা চিন্তা করে। কিন্তু মূল বিষয় হলো, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন। কে কী বললো সেটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত না।

তার কথা, আমরা তো জানি না আগামী নির্বাচনে কোন দল ক্ষমতায় আসবে। তবে ভারত ১৫ বছর ধরে এই সরকারের সঙ্গে কাজ করছে। ফলে এই সরকার ক্ষমতায় এলে তার হয়তো সুবিধা হবে। আবার অ্যামেরিকা যে গণতন্ত্রের কথা বলে তা একেক দেশের জন্য একেক রকম। সে তার স্বার্থ চিন্তা করেই গণতন্ত্রের কথা বলে। তবে আমাদের গণতন্ত্র তো আমাদের স্বার্থেই প্রয়োজন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তজার্তিক সম্পর্কের সাবেক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষক অধ্যাপক ড. এম শহীদুজ্জামান বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে রেজিমের পরিবর্তন চায় বলে আমার কাছে মনে হয়েছে। কারণ, ইন্দোপ্যাসিফিক অঞ্চলে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় তারা শেখ হাসিনার সমর্থন পাবে না। কারণ, তিনি এখন চীনের দিকে ঝুঁকে আছেন। যুক্তরাষ্ট্র এখন বার্মা অ্যাক্ট কার্যকর করতে চায়। সেটা করতে বাংলাদেশে তাদের একটা অবস্থান দরকার। আর ভারত চায় বাংলাদেশের সঙ্গে যত চুক্তি হয়েছে তার সুফল ভোগ করতে। সেটা শেখ হাসিনা ছাড়া পুরোপুরি সম্ভব হবে বলে তারা মনে করে না। ভারতের একটি বিষয় হলো তারা অ্যামেরিকার ও রাশিয়া দুই দেশের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক করতে চায়। আবার মিয়ানমারে কালাদান প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করতে চীনকেও গুড হিউমারে রাখতে চায়। এটা অ্যামিরকার পছন্দ নয়।

তার কথা, সামনে ভারত ও অ্যামেরিকার বাংলাদেশকে নিয়ে অবস্থানে আরো দূরত্ব বাড়তে পারে। ভারত তার নিরাপত্তার দিক দিয়ে বাংলাদেশকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। আর তারা তার জন্য শেখ হাসিনা সরকারকেই নির্ভরযোগ্য মনে করে। কিন্তু অ্যামেরিকা তার স্বার্থে কাজ করবেই। এখানে দুই দেশের নিজস্ব স্বার্থ বড় কথা।

শেখ হাসিনা দুর্বল হলে বাংলাদেশে মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটবে ভারতের এই আশঙ্কা সম্পর্কে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের চিন্তায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। ভারত যেভাবে চিন্তা করে, যুক্করাষ্ট্র সেভাবে চিন্তা করে না। তারা মনে করে, জামায়তসহ ওই ধরনের দলগুলোকে মূল ধারায় ফিরিয়ে আনলে সমস্যার সমাধান হবে। আর যদি কোনো দল পাঁচ বছরের বেশি ক্ষমতায় না থাকে, তাহলে অ্যামেরিকার পক্ষে তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করা সহজ হবে। তারা শুধু সমর্থন নয়, তারা তাদের সব কাজে পুরোপুরি বাংলাদেশকে সঙ্গে চায় এখন। তৌহিদ হোসেন বলেন, বাংলাদেশে যে জঙ্গিবাদের উত্থান হবে বা হবে না এই নিশ্চয়তা কে কাকে দিতে পারে?

আর হুমায়ুন কবীরের কথা, জঙ্গিবাদ বহুকাল ধরেই অ্যামেরিকা, ভারতের গ্লোবাল ইস্যু। এখানে কোনো সরকার জঙ্গিবাদকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয় না। আর এ দেশের সাধারণ মানুষ জঙ্গিবিরোধী।

পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনের সময় তৃণমূলের নির্বাচিত সদস্যদের ওপর হামলায় রণক্ষেত্রের চেহারা নিল হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা

মালদা ঃ পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনের সময় তৃণমূলের নির্বাচিত সদস্যদের ওপর হামলায় রণক্ষেত্রের চেহারা নিল হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। এদিন বোর্ড গঠন চলাকালীন তৃণমূল এবং কংগ্রেস সমর্থকদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ শুরু হয়। সেই সময় তৃণমূলের নির্বাচিত এক মহিলা সহ পাঁচজন প্রার্থী হামলার শিকার হন । পঞ্চায়েতের নির্বাচিত এক প্রার্থীর মাথা পাঠিয়ে দেয় কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ । শুরু হয় ইঁট এবং পাথরবাজি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় আপাতত ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া স্থগিত করে রাখা হয়েছে। এই ঘটনার পর বিশাল বাহিনী নিয়ে এলাকায় পৌঁছায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। আহত তৃণমূলের নির্বাচিত প্রার্থীদের চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। যদিও উভয়পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তুলে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসন সংখ্যা ২৮ টি। এবারে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই গ্রাম পঞ্চায়েতের ত্রিশঙ্কু হয়ে রয়েছে। তৃণমূল পেয়েছে ৯টি আসন। কংগ্রেস ও সিপিএমের জোট পেয়েছে ১১ টি আসন। নির্দল পেয়েছে ৪টি আসন. বিজেপি পেয়েছে ৪টি আসন। শনিবার দুপুরে পঞ্চায়েতের নিয়ম অনুসারে কুর্শিদা গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া ছিল। আর সেই বোর্ড গঠন প্রক্রিয়ার সময় তৃণমূলের নির্বাচিত সদস্যরা গ্রাম পঞ্চায়েতে যাওয়ার সময় অতর্কিত তাদের ওপর হামলা চালায় কংগ্রেস শাসিত দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ। তাতেই এক মহিলা সহ পাঁচজন তৃণমূলের নির্বাচিত প্রার্থী জখম হন।হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লক তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম জানিয়েছেন, কুর্শিদা গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের বোর্ড গঠন করার কথা ছিল। কারণ, এই পঞ্চায়েতটি এবারের নির্বাচনের ত্রিশঙ্কু অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু উন্নয়নের স্বার্থেই বিরোধীরা অনেকেই তৃণমূলের সঙ্গে শামিল হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এই বিষয়টি জানতে পেরেই কংগ্রেসীরা এদিন অতর্কিত হামলা চালায়। পাঁচজন সদস্যকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। মহিলাদেরও মারধর করা হয়েছে। ঘটনার সময় পুলিশ ছিল না । পুরো বিষয়টি নিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা হরিশ্চন্দ্রপুরের প্রাক্তন বিধায়ক মোস্তাক আলম জানিয়েছেন, তৃণমূলীরায় পরিকল্পনা করে গন্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করছিল। সেখানেই তাদের গোষ্ঠীকোন্দলের জেরেই এই গোলমালের ঘটনাটি ঘটেছে।পুলিশ জানিয়েছে, তৃণমূল দলের পাঁচজন নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রার্থী হামলায় জখম হয়েছেন । তাদের অভিযোগ নেওয়া হয়েছে। হামলাকারীদের চিহ্নিত করতে গোটা এলাকায় তল্লাশি শুরু করা হয়েছে। পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণ রয়েছে । শনিবার ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হয়েছে।

হাসপাতল চত্বরে সাফাই অভিযানে প্রতিরক্ষা বাহিনী বিএসএফ

জলপাইগুড়ি ঃ শুধুমাত্র বর্ডার পাহাড়া কিংবা দেশ রক্ষাই কাজ নয় সীমান্ত প্রতিরক্ষা বাহিনী তথা বিএসএফদের।সমাজ কল্যানে তারা যে যুক্ত তা ফের প্রমাণ মিলল শনিবার। এদিন বিএসএফের ১৯৫ ব্যাটেলিয়ান এর পক্ষ থেকে কিছু স্বাস্থ্য কর্মীদের সহযোগিতায় রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বরে সাফাই অভিযোগ চালালো বিএসএফ। আজাদীর ৭৫ তম মহোৎসব উপলক্ষে স্বচ্ছ ভারত মিশনে রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বরে সাফাই কর্মসূচি পালন হলো।এদিন বিএসএফ কমান্ডার সুনীল ছেত্রীর নেতৃত্বে এই স্বচ্ছ ভারত মিশনে সাফাই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।কামান্ডারের পাশাপাশি ১৯৫ ব্যাটালিয়নের মোট ৩৭ জন বিএসএফ জওয়ান এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

ফুটপাত দখলমুক্ত করতে অভিযানে নামলো জলপাইগুড়ি পুরসভা

জলপাইগুড়ি ঃ শহরকে যানজট মুক্ত করতে ফুটপাত দখল মুক্ত করার অভিযানে নামলো জলপাইগুড়ি পুরসভা। ফুটপাত দখল করে ব্যবসা করছে একশ্রেণীর ব্যবসায়ীরা বলে অভিযোগ। যে কারণে চলাচলের সমস্যা বাড়ছে আম জনতার। এদিন জলপাইগুড়ি পুরসভা ফুটপাত দখলমুক্ত করতে কোতোয়ালি থানার পুলিশ কে সাথে নিয়ে শহরে অভিযান চালায়। শনিবার জলপাইগুড়ি পুরসভার বেশকয়েকজন কাউন্সিলর এবং কর্মী সহ কোতোয়ালি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনীকে নিয়ে আই সি শহরকে ফুটপাত দখলমুক্ত করতে মার্চেনরোড, দিনবাজার সহ শহরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালায়।এদিন রাস্তার ধারে বহু ফুটপাত দখল করে সাজিয়ে রাখা দোকানের বিভিন্ন সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়।

ছাগলে বেগুন গাছ খাওয়া নিয়ে মারামারি

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃসাইথিয়া ব্লকের হাতোড়া গ্রামপঞ্চায়েতের দেরপুর গ্রামে ছাগলে বেগুন গাছ খাওয়া নিয়ে তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষে দুইপক্ষের চারজন জখম হয় । চিকিৎসার জন্য সিউড়ী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । তৃনমূলকর্মী পাপিয়া মাল বলেন, ছাগলে বেগুন গাছ খাওয়া নিয়ে বিজেপির লোকজন এসে আমাকে বেধড়ক মারধর করে বারবার বললেও শোনে নি । বিজেপি কমী রিনা দাস বলেন, তৃনমূলের লোকজন এসে চেয়ার ভাঙচুর করে বিজেপির পতাকা ফেলিয়ে দেয় মারধর করেছে । রিনা দাসের জা পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি প্রতীকে জয়ী হন । তিনি বলেন, বেগুন গাছ খেয়ে নেয় তৃনমূলের ছাগল সেটাকে ইস্যু করে তৃনমূলের লোকজন আমাদের মারধর করে । ঘটনাস্থলে যায় সাইথিয়া থানার পুলিশ । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।

স্বপ্নদ্বীপের মৃত্যুর প্রতিবাদে এবার পথে নামলো বগুলার আশা কর্মীরা

নদিয়া ঃযাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র স্বপ্নদ্বীপের মৃত্যুর প্রতিবাদে এবার পথে নামল আশা কর্মীরা। স্বপ্নদ্বীপের মাও একজন আশা কর্মী আর তাই সহকর্মীর ছেলের মৃত্যুর প্রতিবাদ জানাতে এদিন পথে নামল সমস্ত আশা কর্মীরা। শনিবার বগুলা গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে বগুলা বাজার পর্যন্ত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মিছিল সহযোগে শামিল হল সমস্ত আশা কর্মীরা।

ফের জলমগ্ন হল জলপাইগুড়ি শহরে৷ রাতভর বৃষ্টির জেরে রবিবার সকাল থেকেই জলমগ্ন হয়ে পড়েছে শহরের বিভিন্ন এলাকা৷ বৃষ্টির কোনও বিরাম না থাকায় ব্যহত হয়েছে স্বাভাবিক জনজীবন

জলপাইগুড়ি ঃ শনিবার রাত থেকেই জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। এর ফলে জলপাইগুড়ি শহরের কয়েকটি এলাকায় জল জমে যায়। জল জমেছে শহরের তিন নম্বর গুমটি, সংস্কৃতি পাড়া, নয়াবস্তি সহ বিভিন্ন জায়গায়। ফলে চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হয় এলাকার বাসিন্দাদের। বিভিন্ন হাইড্রেনগুলোতে উপচে পড়ছে বৃষ্টির জল। জল জমে গিয়েছিল শহরের প্রাণকেন্দ্র কদমতলাতেও। শহরের আরও কয়েকটি জায়গায় জল জমে যায়। জল জমে যাওয়ার কারণে সাধারণ মানুষের চলাফেরা ও দৈনন্দিন জীবনের নানা কাজে অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। তবে বেলা বাড়ার সাথে সাথে জল কমতে থাকে শহরের বিভিন্ন জায়গায়।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র স্বপ্নদীপের মৃত্যুর পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত হওয়া উচিত- সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী

জলপাইগুড়ি ঃ র‍্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে বাম আমলে আইন তৈরি করা হয়েছিল রাজ্যে। কিন্তু ২০১৩ সালের পর সেই সংক্রান্ত কমিটির কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র স্বপ্নদীপ কুন্ডুর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় এবার রবিবার জলপাইগুড়ি তে এসে সরব হলেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী। তিনি বলেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আমি একজন প্রাক্তনি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা স্বপ্নদীপের এমন মৃত্যুর ঘটনা ভাবাই যায় না। অনেক স্বপ্ন নিয়ে একটি ছেলে এখানে পড়তে আসে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র স্বপ্নদীপের মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে গভীরভাবে তদন্ত হওয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি। বলেন, প্রকাশ্যে আসা উচিত সম্পূর্ণ বিষয়। অপরাধীদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি হওয়া উচিত বলে মনে করেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী। বলেন, যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তারা অপরাধী। কর্তৃপক্ষ এই ঘটনার এড়িয়ে চলতে পারে না।

দিন দিন বাড়ছে নারী পাচার ও হয়রানি সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সচেতন করা হয়েছে

জলপাইগুড়িঃ দিন দিন নারি পাচার বাড়ছে। পাশাপাশি কিশোরীদের যৌন হেনস্থাও বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে জলপাইগুড়ির ভবেশ চন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রী ও প্রাক্তন ছাত্রী সহ অভিভাবক অভিভাবিকা দের সচেতন করতে আইনি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হলো। শিবিরের মুল উদ্দেশ্য ছিল কিশোরী ছাত্রীদের সচেতন করা। মোবাইল ফোনে কোন প্রলোভন পা না দেওয়ার। মোবাইলে ফোনে অপব্যবহারে বর্তমানে নারি পাচার হচ্ছে। তা সচেতন করা হয়। এরই সঙ্গে যৌন হেনস্থা সহ অন্যান্য নারীদের অপরাধ মুলক ঘটনা ঘটলে কি করা উচিত তাও ব্যাখ্যা করেন এদিকের বক্তারা। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা রুপা বাগচি, লিগাল এইড ডিফেন্স কাউন্সিলের চিফ কল্লোল ঘোষ, ডিস্ট্রিক্ট লিগাল এইড সার্ভিস অথরিটি জলপাইগুড়ির সম্পাদক গ্লাডি ব্রাঞ্জন, ডুয়ার্স ব্রাঞ্চ অফ টি প্লাঃটাস্ট এসোসিয়েশনের সম্পাদক সঞ্চয় বাগচি, পুরসভার স্থানীয় কাউন্সিলর তারকনাথ দাস সহ অনেকে। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা রুপা বাগচি জানান অল্প বয়সের মেয়েরা বিভিন্ন প্রলোভনে পা দিয়ে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যাচ্ছে। তাদের পরে খোঁজও পাওয়া যাচ্ছে না। পরবর্তীতে তাদের পাচার হয়ে যাওয়ার খবরও আসছে। এরকম অনেক ঘটনা সামনে আসছে।

কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস লিগ্যাল শেলের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

কোচবিহার ঃ কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস লিগ্যাল শেলের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হলো।শনিবার কোচবিহার অতিথি নিবাসে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন কোচবিহার জেলা ও বিভিন্ন মহকুমা থেকে আইনজীবীরা এই সভায় অংশ নেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস লিগ্যাল সেলের সভাপতি বীরেন নারায়ণ, কোচবিহার জেলা লিগ্যাল সেলের বর্ষীয়ান নেতা আব্দুল জলিল আহমেদ, রাজ্য কনভেনার তরুণ চ্যাটার্জি, লিগ্যাল সেলের সদস্য শিবেন রায় সহ অন্যান্যরা।

পৃথক দুটো মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জলপাইগুড়ির ধুপগুড়িতে

জলপাইগুড়ি- শনিবার বাড়ির অদূরে রাস্তার পাশ থেকে দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়িতে।শনিবার সাত সকালে বাড়ির অদূরে রাস্তার পাশ থেকে এক অবসরপ্রাপ্ত বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। ধুপগুড়ি পুরসভার ৫ নং ওয়ার্ডের সূর্যসেন কলোনির বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত মৃত মহিলার নাম পুষ্পা গায়েন (৭০)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে প্রতিবেশীরা রাস্তার পাশে বস্তা ঢাকা অবস্থায় একটি দেহ পড়ে থাকতে দেখতে পায়। এরপর খবর দেওয়া হয় ধুপগুড়ি থানার পুলিশকে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ধুপগুড়ি থানার আইসি সুজয় তুঙার নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যান। তবে কি কারনে মৃত্যু হয়েছে তা কিন্তু এখনো সঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না। ময়না তদন্তের পরেই জানা যাবে মৃত্যুর আসল কারণ। প্রতিবেশীদের অনুমান তাকে হত্যা করা হয়েছে। তবে বয়স্ক মহিলার মৃত্যুর পিছনে আসল রহস্য কি রয়েছে তা তদন্ত করে দেখছে ধুপগুড়ি থানার পুলিশ অপরদিকে ধুপগুড়ি ব্লকের সাঁকোয়াঝোরা দুই নং গ্রাম পঞ্চায়েত মল্লিক শোভা এলাকায় এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পরিবার সূত্রে জানা যায় শনিবার সকালে হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে বাড়ির লোক দেখে ঘরে নেই ওই ব্যক্তি তারপর শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। প্রথমে স্থানীয়রা বাড়ির পাশেই পুকুরে মৃত দেহটি পড়ে থাকতে দেখেন। খবর ধূপগুড়ি থানার পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যান। তবে খুন না আত্মহত্যা গোটা ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে ধুপগুড়ি থানার পুলিশ। তদন্তের পরেই জানাযাবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ।মৃত ব্যক্তির নাম শান্তি রায় বয়স (৬০)

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের শাস্ত্রীনগর এলাকায় একটি বাড়ি থেকে গ্যাস সিলিন্ডার চুরির ঘটনায় এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করলো ভক্তি নগর থানার পুলিশ

শিলিগুড়ি- শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের শাস্ত্রীনগর এলাকায় একটি বাড়ি থেকে গ্যাস সিলিন্ডার চুরির ঘটনায় এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করলো ভক্তি নগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম আনন্দ দাস।গত ৯ আগস্ট শিলিগুড়ি শাস্ত্রীনগর এলাকায় একটি বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার চুরি হয়।আর এই চুরির ঘটনার ছবি ধরা পড়ে সিসিটিভি ক্যামেরায়।দেখা যায়, সিলিন্ডার ডেলিভারির সময় ওই যুবক নজর রাখছিল।এরপর সুযোগ বুঝে বাড়িতে ঢুকে সিলিন্ডার নিয়ে চম্পট দেয়ঘটনার পর অভিযোগ দায়ের করা হয় শিলিগুড়ি ভক্তিনগর থানায়। তদন্তে নেমে অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে পুলিশ।এরপর শুক্রবার রাতে লক্ষ্মী কলোনি এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে।উদ্ধার হয় চুরি যাওয়া সিলিন্ডারটি।

স্বাধীনতা দিবসের দিন একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করল CII

শিলিগুড়ি - স্বাধীনতা দিবসের দিন একটি অনুষ্ঠানের আয়োজেন করল CII। শনিবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে জানান আয়োজক সংস্থার সদস্যরা। জানা যায় ১৫ ই অগাস্ট শিলিগুড়ির উত্তরায়নের একটি স্কুলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল। যেখানে অন্যান্য স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরাও অংশগ্রহণ করল। থাকবে পাইপ ব্যান্ড সহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। স্বাধীনতা দিবসের দিন একটি অনুষ্ঠানের আয়োজেন করল CII। শনিবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে জানান আয়োজক সংস্থার সদস্যরা। জানা যায় ১৫ ই অগাস্ট শিলিগুড়ির উত্তরায়নের একটি স্কুলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল। যেখানে অন্যান্য স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরাও অংশগ্রহণ করল।

হাতি দিবস উপলক্ষে সচেনতামূলক র‍্যালির আয়োজন করল শিলিগুড়ি বেঙ্গল সাফারি পার্ক

শিলিগুড়ি- আজ বিশ্ব হাতি দিবস।হাতি দিবস উপলক্ষে সচেনতামূলক র‍্যালির আয়োজন করল শিলিগুড়ি বেঙ্গল সাফারি পার্ক।এদিনের র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে লক্ষ্মী ও উর্মিলা।এই লক্ষ্মী ও উর্মিলা বেঙ্গল সাফারির পার্কেরই দুটি কুনকি হাতি।প্ল্যাকার্ড হাতে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে স্কুলের পড়ুয়ারাএদিন ।হাতি দুটিকে পুজোও করা হয়।উত্তরবঙ্গে হাতি মৃত্যুর ঘটনা ও হাতি মানুষের সংঘাতের ঘটনা ঘটেই থাকে।মূলত মানুষহাতি সংঘাত কমানোই লক্ষ্যেই এই র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

দেউলটিতে শরৎচন্দ্রের বসতভিটায় সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী জেপি নাড্ডা

দেউলটি- দেউলটিতে শরৎচন্দ্রের বসতভিটায় সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী জেপি নাড্ডা।শনিবার দুপুরে হাওড়ার বাগনানে শরৎচন্দ্রের জন্মভিটে দেউলটিতে যান বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী জেপি নাড্ডা। শরৎচন্দ্রের বাড়ি থেকে মাটি সংগ্রহ করেন তিনি। আমার মাটি আমার দেশ কর্মসূচির সূচনা করেন তিনি। সেই মাটি নিয়ে যাওয়া হবে দিল্লির কর্তব্যপথ বাগানে। এদিন দেউলটিতে এসে শরৎচন্দ্রের বাসভবনে, সেখানকার লাইব্রেরি রুমে ঘুরে দেখেন তিনি। সেখানকার ভিজিটার্স বুকে নিজের অভিজ্ঞতার কথা লিখে রাখেন। ছিলেন রাজ্য সভাপতি ড. সুকান্ত মজুমদার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এদিন সেখানে এক জাতীয় পতাকা বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশ নেন সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী জেপি নাড্ডা।

আসানসোল পৌরনিগমের অন্তর্গত ১৬নম্বর ওয়ার্ডের মা কল্যাণেশ্বরী মন্দির সংলগ্ন এসি বাসস্ট্যান্ডের কাজের শিলান্যাস করা হয় আনুষ্ঠানিক ভাবে

আসানসোল ঃআসানসোল পৌরনিগমের অন্তর্গত ১৬নম্বর ওয়ার্ডের মা কল্যাণেশ্বরী মন্দির সংলগ্ন এসি বাসস্ট্যান্ডের কাজের শিলান্যাস করা হয় আনুষ্ঠানিক ভাবে। শনিবার নারকেল ফাটিয়ে এই কাজের শিলান্যাস করা হয়!এদিন ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মুনমুন মুখার্জী নারকেল ফাটিয়ে কাজের শুভসূচনা করেন! তিনি বলেন এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে একটি এসি বাসস্ট্যাণ্ডের আবেদন ছিল জনগণের। পুরনির্বাচনের ভোটের প্রচারে এসে জনগণের সেই দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতিও দিয়ে ছিলাম। আজ এসি বাসস্ট্যাণ্ডের শিলান্যাস হওয়ায় আমরা খুশি। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই এটি তৈরী হয়েযাবে। প্রায় সাড়ে সাত লাখ টাকা ব্যায়ে নির্মিত হবে এসি বাসস্ট্যান্ড টি আসানসোল পৌরনিগমের জেনারেলা ফান্ড থেকে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ব্লক সভাপতি মহেশ্বর মুখার্জী,আইএনটিটিইউসির ব্লক সভাপতি মনোজ তিওয়ারি সহ আরো অনেকে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় গ্রেফতার প্রাক্তন পড়ুয়া ওই প্রাক্তন ছাত্রের নাম সৌরভ চৌধুরী বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার চন্দ্রকোনা থানার খারুসা এলাকায় বাড়িতে থাকেন বাবা নিরুপ চৌধুরী৷ ও মা প্রণতি চৌধুরী

পশ্চিম মেদিনীপুরঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় গ্রেফতার প্রাক্তন পড়ুয়া ওই প্রাক্তন ছাত্রের নাম সৌরভ চৌধুরী বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার চন্দ্রকোনা থানার খারুসা এলাকায় বাড়িতে থাকেন বাবা নিরুপ চৌধুরী। ও মা প্রণতি চৌধুরী। বাবা মায়ের দাবি ছেলে কোনভাবেই এই ঘটনার সাথে যুক্ত নয়। তবে এই ছাত্রের মৃত্যুর দায় কার প্রশ্ন করছে সর্বস্তরের মানুষ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় গ্রেফতার প্রাক্তন পড়ুয়া। মৃত স্বপ্নদীপের বাবার অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রথমে তাকে আটক করা হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই প্রাক্তন ছাত্রের নাম সৌরভ চৌধুরী। পুলিশ সূত্রে খবর, বয়ানে বেশকিছু অসঙ্গতি মেলায় আটক করা হয় প্রথমে। পরে গ্রেফতার করা হয় ওই প্রাক্তন ছাত্রকে।পুলিশ সূত্রে দাবি, মৃত ছাত্রের বাবা যে ক্ষ্ণঙ করেছেন, তাতে এই সৌরভ চৌধুরীর নাম রয়েছে। পুলিশ সূত্রে দাবি, জিজ্ঞাসাবাদের মুখে সৌরভ চৌধুরীর বয়ানে একাধিক অসঙ্গতি মিলেছে। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, সৌরভ চৌধুরী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্ক নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। ২০২২ সালে তিনি গ্বঙ্কঋ পাস করেন।কিন্তু, পাস করে যাওয়া পরও, গত একবছর ধরে তিনি হস্টেলেই থাকতেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম, কোনও পড়ুয়া অপর পড়ুয়ার গেস্ট হিসেবে হস্টেলে থাকতে পারে। কিন্তু পুলিশ সূত্রে দাবি, এই সৌরভ চৌধুরী পাস করে যাওয়ার পরও নিজেই নিজের গেস্ট হিসেবে হস্টেলে থাকতেন। এখানেই প্রশ্ন উঠছে, সৌরভ চৌধুরী কি এতটাই প্রভাবশালী? পাস করে যাওয়ার পরও একবছর ধরে সৌরভ চৌধুরী হস্টেলে থাকছিলেন কীভাবে? এ টা কর্তৃপক্ষের নজরেই আসেনি, নাকি তাদের প্রচ্ছন্ন মদতেই এমনটা সম্ভব হয়েছে? আজ স্বপ্নদীপের এই মর্মান্তিক পরিণতির দায় কি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এড়াতে পারে? উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের সঙ্গে যোগসাজ করেছিলেন বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহসভাপতি রমন শর্মা৷ এমনই অভিযোগ তুলেছেন বিজেপির কাঁকসা দু'নম্বর মন্ডলের প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ঢালী

বর্ধমান ঃ -গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের সঙ্গে যোগসাজ করেছিলেন বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহসভাপতি রমন শর্মা। এমনই অভিযোগ তুলেছেন বিজেপির কাঁকসা দু'নম্বর মন্ডলের প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ঢালী।যাকে ঘিরে বিজেপির দুই নেতার মধ্যে চরম বিবাদ। দুই নেতার কথোপকথনের অডিও রেকর্ড শুক্রবার বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হতেই অস্বস্তিতে পড়েছে বিজেপি নেতৃত্ব।শনিবার সকাল সাড়ে আটটায় পানাগড় থেকে কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের সহসভাপতি হিরন্ময় বংদ্যোপাধ্যায় দাবি করেন বিজেপি দলের মধ্যে চরম গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব রয়েছে। দুই নেতার কথোপকথনের ভাইরাল অডিও ক্লিপ তারই প্রমাণ।তার দাবি বিজেপির কোন নেতা তৃণমূলের সাথে যোগসাজশ করতে আসলে তৃণমূল কখনোই তাদের জোকসাজস করবে না। গোটা দোলটাই আগামী দিনে বাংলা থেকে মুছে যাবে।প্রসঙ্গত, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে কাঁকসা ব্লকের মধ্যে পানাগড় বাজারের কয়েকটি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন হলেও অন্যান্য বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী না থাকায় বিজেপি শুধু মাত্র ১০ টি আসনে যেতে।বাকি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী না থানায় বিজেপি প্রার্থীরা জিততে পারে নি।এমনটাই মত প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ঢালীর। বুথে বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে পুরোটাই তৃণমূলের সাথে সেটিং করেছিলেন বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহসভাপতি রমন শর্মা এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ঢালী।ভাইরাল হওয়া অডিও ক্লিপ এর সত্যতা যাচাই করিনি আমরা।অপর দিকে ভাইরাল হওয়া এই অডিও সামনে আসতেই বিজেপির পক্ষ থেকে এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাননি কোনো নেতা।

এ যেন ঘরের ফেরা! কংগ্রেসের প্রতীকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করে জিতে তৃণমূলের ঘর ঘুরে উপ প্রধানের দায়িত্ব নিয়ে ফের নিজের পুরাণো দলেই ফিরলেন

বাঁকুড়াঃ এ যেন ঘরের ফেরা! কংগ্রেসের প্রতীকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করে জিতে তৃণমূলের ঘর ঘুরে উপ প্রধানের দায়িত্ব নিয়ে ফের নিজের পুরাণো দলেই ফিরলেন বাঁকুড়া ১ ব্লকের কেঞ্জাকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নম্বর সংসদ থেকে জয়ী সন্তু চঁন্দ। বাঁকুড়া শহরের রক্ষাকালী তলায় জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে তাঁর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা লক্ষীকান্ত বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি অরুপ ব্যানার্জী, বিশ্বরুপ পাল, পবন সেলাম পুরিয়া, অভিষেক বিশ্বাস প্রমুখ।বাঁকুড়া শহরের রক্ষাকালী তলায় জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে তাঁর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা লক্ষীকান্ত বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি অরুপ ব্যানার্জী, বিশ্বরুপ পাল, পবন সেলাম পুরিয়া, অভিষেক বিশ্বাস প্রমুখ।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা দেনা, সত্যি কি নিলামে উঠছে সানি দেওলের বাংলো

মুম্বাই ঃ রোববার ভারতের বিনোদন দুনিয়ায় তোলপাড় শুরু হয় সানি দেওলের জুহুর বাংলোর নিলামের খবরে। ব্যাংকের কাছে কোটি কোটি অর্থ দেনা দেওল পরিবারের। সেই দেনার দায় চোকাতে নাকি সানির স্বপ্নের বাংলো এবার নিলামে উঠবে, এমনটাই খবর ছিল গতকাল। তবে নতুন খবর, সানির বাংলো নিলামে উঠছে না।

'গদার ২'র হাত ধরে দীর্ঘ সময় পর বলিউডে রাজকীয় প্রত্যাবর্তন করলেন সানি দেওল। ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ইনিংসে দুরন্ত খেলছেন তিনি। এবার ৪০০ কোটি রুপি আয়ের পথে 'গদার ২'। দীর্ঘ সময় পর সাফল্যের জোয়ারে ভাসছে সানি তথা গোটা দেওল পরিবার।

সবে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছিলেন সানি। আর তারই মধ্যে অশনিসংকেত দেওল পরিবারের ওপর। গত শনিবার ব্যাংক অব বরোদা সানির নামে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল।

এই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সানি দেওলের জুহুর বাংলো 'সানি ভিলা'কে নিলামে তোলার নির্দেশ দিয়েছিল ব্যাংক। নিলামের দিন ধার্য হয়েছিল আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর। ব্যাংকের পক্ষ থেকে নিলামে এই বাংলোর দাম রাখা হয়েছিল ৫১ দশমিক ৪৩ কোটি টাকা। নিলামের গোটা প্রক্রিয়া অনলাইনে হওয়ার কথা ছিল। যিনি সর্বোচ্চ দাম দেবেন, তিনিই হবেন এই বাংলোর মালিক।

আশির দশকের শেষের দিকে সানি বাংলোটি কিনেছিলেন। এই অভিনেতা 'সানি ভিলা'তে মূলত প্রযোজনা সংস্থার কাজকর্ম করতেন। বলিপাড়ায় গুঞ্জন, সানি তাঁর পরিচালিত ছবি 'ঘায়েল ঃ ওয়ানস অ্যাগেইন' নির্মাণের সময় ব্যাংকের থেকে বড় অঙ্কের ঋণ নিয়েছিলেন। তার পরিবর্তে তিনি ব্যাংকের কাছে 'সানি ভিলা' বন্ধক রেখেছিলেন। ব্যাংক অব বরোদার বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সানি দেওল এই ঋণের জন্য তাঁর বাবা ধর্মেন্দ্র আর ভাই ববি দেওলকে জামিনদার রেখেছিলেন। এ ছাড়া এই অভিনেতা তাঁর সংস্থা 'সানি সুপার সাউন্ড প্রাইভেট লিমিটেড'কে করপোরেট গ্যারান্টার হিসেবে রেখেছিলেন।

ব্যাংককে ৫৬ কোটি ঋণ পরিশোধ করার কথা ছিল সানির, কিন্তু তিনি তা দিতে পারেননি। তাই ব্যাংক এই ঋণের অঙ্ক আর তার সুদ উশুল করার জন্য 'সানি ভিলা'কে নিলামে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু এখনকার খবর অনুযায়ী, ব্যাংক অব বরোদা ইনিলামের বিজ্ঞপ্তি ফিরিয়ে নিয়েছে। কারিগরি কারণেই এমন সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ।

বাবাই সোনমের প্রেরণা

মুম্বাই। মা হওয়ার পর বড় পর্দায় ফিরছেন বলিউড অভিনেত্রী সোনম কাপুর। এক দিকে তাঁর জীবনে স্বামীসন্তান, অন্য দিকে অভিনয়। দুই দিক সামলে কাজ করে যেতে চান সোনম। তবে জীবনের সব ক্ষেত্রে বাবা অনিল কাপুরই তাঁর সবচেয়ে বড় প্রেরণা বলে জানিয়েছেন এই নায়িকা। বাবার মতো তিনিও দীর্ঘ সময় ধরে বলিউড সাম্রাজ্যে রাজত্ব করতে চান।

অনিল কাপুর দীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে অভিনয় করছেন। ৬৬ বছর বয়সী এই অভিনেতা এখনো কাজের পেছনে ছুটছেন। ওটিটি থেকে বড় পর্দা সর্বত্র দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি। ফিটনেসের দিক থেকে যেকোনো তরুণ নায়ককে টেক্কা দিতে পারেন অনিল। বাবার এই গুণগুলো মেয়ে সোনমকে প্রেরণা জোগায়। গত শুক্রবার এক বিবৃতিতে এ নিয়ে কিছু কথা বলেছেন তিনি।

বাবা সম্পর্কে সোনম বলেছেন, 'বাবার থেকে শেখার মতো অনেক কিছু আছে। তিনি আমার প্রেরণা। বাবা প্রায় পাঁচ দশক ধরে কাজ করছেন। তবু প্রতিদিন তিনি এমনভাবে উৎসাহিত থাকেন, দেখে মনে হয় আজ তাঁর কাজের প্রথম দিন। আমি সব সময় চেয়ে এসেছি তাঁর মতো হয়ে উঠতে। কারণ, আমিও চাই দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে।' এখানেই থামেননি অভিনেত্রী।

বাবার সম্পর্কে তিনি আরও বলেছেন, 'বাবা তাঁর একাগ্রতা, ফিটনেস, অভিনয় ক্ষমতার মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রিতে তাঁর উত্তরসূরি অভিনেতাদের জন্য এক উঁচু মাপকাঠি তৈরি করেছেন। আমিও চাই বাবার মতো মজার ও বৈচিত্র্যময় কাজ করতে। বাবা বলেন, একজন অভিনেতা সব সময় অভিনেতাই থাকেন। ছবির সেটই আমার জন্য সবচেয়ে খুশির জায়গা। ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানো আমার জন্য সবচেয়ে আনন্দের বিষয়।' আগামী দিনে সোনমকে বড় দুটি ছবিতে দেখা যাবে। ২০২৪ সালে ছবি দুটির শুটিং শুরু হবে। এই দুই প্রকল্প নিয়ে তিনি বলেছেন, 'আমার আগামী প্রকল্পগুলোকে নিয়ে অত্যন্ত রোমাঞ্চিত। মা হওয়ার পর আবার ছবির সেটে যাব বলে উন্মুখ হয়ে আছি। কর্মজীবনে সমতা বজায় রেখে চলতে চাই। পাশাপাশি নিজের পরিবারকে সমানভাবে সময় দিতে চাই।'

এই তারকাকন্যা আরও বলেন, 'জীবনে এমনভাবে পরিকল্পনা করতে চাই, যাতে বছরে আমি অন্তত দুটো প্রকল্পে কাজ করতে পারি। আর একজন অভিনেত্রী হয়েই যেন থাকতে পারি। আমি এটা করতে আত্মবিশ্বাসী, কারণ আমি আমার বাবাকে দীর্ঘদিন ধরে এসব করতে দেখে এসেছি। তিনি খুব সুন্দরভাবে কাজ ও পরিবারের মধ্যে সমতা বজায় রেখে এসেছেন।' সোনমকে শেষ দেখা গেছে ওটিটির পর্দায়। জিও সিনেমার 'ব্লাইন্ড' ছবিতে তিনি এক অন্ধ পুলিশ অফিসারের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। শোম মাখিজা পরিচালিত এই থ্রিলার ধর্মী ছবিতে সোনম ছাড়া আছেন পূরব কোহলি, বিনয় পাঠক ও লিলেটে দুবে। সোনমকে শেষ বড় পর্দায় দেখা গিয়েছিল দক্ষিণি নায়ক দুলকার সালমানের সঙ্গে 'দ্য জোয়া ফ্যাক্টর' ছবিতে।

চীনকে নিয়ে আমেরিকার নতুন ভাষ্য, নেপথ্যে কী

জেমস কে গ্যালব্রেইথ

দ্য নিউইয়র্ক টাইমস তাদের সর্বসাম্প্রতিক তিনটি প্রতিবেদনে চীন সম্পর্কে নতুন এক ভাষ্য হাজির করেছে। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেও বিশ্বমঞ্চে চীন ছিল আমেরিকার ভীতিজাগানিয়া প্রতিযোগী। কিন্তু এখন আমরা শুনলাম, চীন একটি আহত ড্রাগন। একটা সময় অনমনীয় উত্থানের জন্য যে দেশটি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল, অবনমনের কারণে সে এখন নতুন আরেক ধরনের হুমকি সৃষ্টি করেছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন চীনকে নিয়ে নতুন এই ভাষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেমন দ্য নিউইয়র্ক টাইমস এর মাইকেল ডি শিয়ার লিখেছেন, চীনে বেকারত্বের উচ্চ হার এবং বুড়িয়ে যাওয়া কর্মী বাহিনীর কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে চীন এখন টাইম বোমায় পরিণত করেছে। বাইডেন সতর্ক করে দিয়েছেন এই বলে যে 'যখন দুষ্ট লোকেরা সমস্যায় পড়ে, তখন তারা দুষ্টুমি করে।' কিন্তু বেকারত্বের উচ্চ হার এবং বুড়িয়ে যাওয়া জনগোষ্ঠীর কারণে চীন কেন বিশ্বের জন্য হুমকি, তার কোনো ব্যাখ্যা নেই।

চীনের অবনমন নিয়ে নতুন এই ভাষ্যের পেছনে শিয়ার অবশ্য আরেকটি কারণ দেখিয়েছেন, চীনের উত্থান ও যুক্তরাষ্ট্রে আবিষ্কৃত প্রযুক্তি ব্যবহার করে চীন যেন আর লাভবান হতে না পারে, তা ঠেকাতে প্রেসিডেন্ট এখন উঠেপড়ে লেগেছেন। সেমিকন্ডাক্টরের ওপর নতুন করে নিয়ন্ত্রণ আরোপের পর হয়তো তিনি এখন অসামরিক বিষয়ও যুক্ত করতে চাইছেন।

এদিকে অর্থনীতিবিষয়ক সাংবাদিক পিটার এস গুডম্যান নতুন এই ভাষ্যের পক্ষে আরও বেশ কিছু ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন চীনের আমদানিরপ্তানির পরিমাণ কমে আসা, খাদ্যপণ্য থেকে শুরু করে আবাসন ও অন্যান্য পণ্যের দাম কমে যাওয়া, গৃহায়ণ খাতে ধস, আবাসন খাতে ঋণ পরিশোধের অক্ষমতা যার পরিমাণ প্রায় ৭ দশমিক ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (অঙ্কটি বড়, তবে যুক্তরাষ্ট্রের দেউলিয়া হতে বসা ব্যাংকঋণের তুলনায় এই অর্থ সামান্যই)।

এটা আমাদের প্রযুক্তি, আমাদের মুক্ত বাজার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আমাদের ক্ষমতা খাটানো এবং আমাদের যারা চ্যালেঞ্জ দিতে পারে, তাদের দূরে রাখার কৌশল যা কিছু পশ্চিমা বিশ্বাস করতে ভালোবাসে, আসলে সেটাই বারবার বলা, পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্রের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। সর্বোপরি, এটা হলো দুষ্ট লোক, যারা কিনা দুষ্টুমি করতে পারে, তাদের বিরুদ্ধে আমেরিকার নেতাদের বিজয়ের ঘোষণা। এই ভাষ্য আসলে তৈরি হয়েছে ২০২৪ সালের নির্বাচন মাথায় রেখে।

গুডম্যানের মতে, (চীনসহ আরও বহু অর্থনীতিবিদ) চীনের এই সংকটের পেছনে আরও গভীর সমস্যা আছে। যেমন সঞ্চয়ের অতি উচ্চ হার, ব্যাংকব্যবস্থায় বিপুল অঙ্কের টাকা জমা রাখা, জমিজমা ও আবাসন খাতে ব্যয়ে অতিরিক্ত সতর্কতা এবং দেশের ভেতর চাহিদা বাড়ানোর অব্যাহত চেষ্টা। তিনি এবং তাঁর তথ্যদাতারা একমত, এই সমস্যার সমাধান হলো বিনিয়োগ কমিয়ে আরও বেশি ব্যয় করা।

গুডম্যান এমআইটির অর্থনীতিবিদ ইয়াশেং হুয়াংয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। চীনের রপ্তানি ও আমদানির হার জিডিপির ৪০ শতাংশ (এর বড় অংশই আমদানি করা জিনিস পুনর্বিন্যাস করে রপ্তানি করা পণ্য)। হুয়াং আসলে গুডম্যানকে এই ধারণা দিতে চেয়েছেন যে হাতবদলের এই ব্যবসা কমার একটা বড় প্রভাব পড়বে। কিন্তু আসলে এই প্রভাব খুব ব্যাপক নয়। কারণ, মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে (জিডিপি) আমদানি যুক্ত করা হয় না। চীন আদতে তার উৎপাদনমূল্যের সামান্যই হারাবে এতে।

সর্বশেষ নোবেল বিজয়ী পল ক্রুগম্যান কাগজটিতে চীনের এই হোঁচট খাওয়া নিয়ে অর্থনীতিবিদের দৃষ্টিকোণ থেকে মন্তব্য করেছেন। ক্রুগম্যানের মতে, চীনের সমৃদ্ধি বহুলাংশে পশ্চিমা প্রযুক্তির ওপর ভর দিয়ে গড়ে উঠেছে। এখন দেশটির সমস্যায় পড়ার প্রধান কারণ অতিরিক্ত সঞ্চয়, অতিরিক্ত বিনিয়োগ এবং ক্রয়ের অতি সামান্য হার। তাই তাদের মৌলিক কিছু সংস্কারের পথে যেতে হবে। পরিবারগুলোর হাতে আরও বেশি অর্থ দিতে হবে, যেন নড়বড়ে বিনিয়োগব্যবস্থার বিপরীতে কেনাকাটার হার ক্রমে বাড়তে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে সঞ্চয় প্রসঙ্গে ক্রুগম্যান যা বলেছেন, সেখানে নতুন কিছু নেই। পশ্চিমা অর্থনীতিবিদেরা এই কথা বলে আসছেন ৩০ বছর ধরে। সে সময় আমি প্রায় চার বছর চীনের স্টেট প্ল্যানিং কমিশনের প্রধান টেকনিক্যাল উপদেষ্টা ছিলাম। সে সময় যেমন, এখনো তেমনই 'বিনিয়োগ কম ক্রয় বেশি', এই মন্ত্র আমাকে টানত না, এখনো টানে না। অনেকের মনে কৌতূহল জাগতে পারে যে এর মানেটা আসলে কী। চীনের কি আরও অনেক বেশি গাড়ি থাকা ও বেহাল সড়কের সংখ্যাও বেশি থাকা দরকার বা কম গ্যাস স্টেশন থাকা দরকার (সাবওয়ে ও দ্রুতগতির ট্রেনের কথা না হয় বাদই দিলাম)?

এ কথা সত্যি যে চীনা পরিবারগুলো শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও বৃদ্ধ বয়সের জন্য যেভাবে সঞ্চয় করে, তা বিস্ময়কর। কিন্তু তারা এটা করতে পারছে। কারণ, তাদের আয়রোজগার ভালো। আর এই আয় তারা করেছে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ খাত থেকে। চীনা কর্মীরা কারখানা, বাড়িঘর, রেললাইন, সড়ক ও সরকারি অন্যান্য কাজের জন্য আয় করে থাকেন। তাঁদের এই কাজ আমাদের জীবদ্দশাতেই চীনকে বদলে দিয়েছে। ক্রুগম্যানের দাবির বিপরীতে বলা যায়, চীনা পরিবারগুলোর আয় সীমিত নয়। যদি সীমিত হতো, তাহলে তারা এত টাকা সঞ্চয় করতে পারত না। তার ওপর চীন যদি এখন তার বিনিয়োগ প্রকল্পগুলো থেকে বেরিয়ে আসে, তাহলে আয় কমবে, সঞ্চয়ের গতিও ধীর হবে। আর আয়ের অনুপাতে কেনাকাটার হারও বাড়বে। কিন্তু সঞ্চয় কমে যাওয়ায় চীনা পরিবারগুলো আরও অনিরাপদ হয়ে উঠবে, যা ক্রমে তাদের গতিকে আরও মন্থর করে দেবে। এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যে সরকার বিনিয়োগের গতি ঠিক রাখতে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের মতো বড় প্রকল্পের ঝক্কি নিয়েছে। এমনকি চীনের পূর্ণাঙ্গ বিনির্মাণের পরও মধ্য এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় আরও অনেক কিছু করার আছে। ওই সব অঞ্চলে চীনের বিনিয়োগকে স্বাগত জানানো হয়। তাদের বলতে শোনা যায়, 'যখন আমরা চীনের সঙ্গে সম্পর্কে জড়াই, তখন আমরা একটা বিমানবন্দর পাই। আর যখন আমরা তোমাদের (যুক্তরাষ্ট্রের) সঙ্গে জড়াই, তখন আমরা বক্তৃতা শুনতে পাই।'

এ কথা সত্য, চীনের অর্থনীতির গতি এখন মন্থর। যে শহর ও যোগাযোগের নেটওয়ার্ক তারা গড়ে তুলেছে, অথবা অতি দারিদ্র্য দূর করতে যে প্রচার তারা চালাচ্ছে, তার তুলনা পাওয়া কঠিন। চীন অন্যত্র তাদের করণীয় নির্ধারণ করেছে। যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কাজের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার খাত, বয়স্কদের জন্য সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা, দূষণ হ্রাস ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের নির্গমন কমিয়ে আনা। এই উদ্যোগগুলো সফল হবে, সে নিশ্চয়তা দেওয়া কঠিন। তবে অন্তত এই বিষয়গুলো চীনের আলোচ্যসূচিতে আছে। এর অর্থ, এই কাজগুলোও একে একে হবে, চীনারা যেভাবে করে থাকে, ঠিক সেভাবে।

তাহলে চীন বিষয়ে নতুন এই ভাষ্য আসলে কী নিয়ে? এটা আসলে চীন নয়, এটা পশ্চিমাদের নিয়ে। এটা আমাদের প্রযুক্তি, আমাদের মুক্ত বাজার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আমাদের ক্ষমতা খাটানো এবং আমাদের যারা চ্যালেঞ্জ দিতে পারে, তাদের দূরে রাখার কৌশল যা কিছু পশ্চিমা বিশ্বাস করতে ভালোবাসে, আসলে সেটাই বারবার বলা, পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্রের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। সর্বোপরি, এটা হলো দুষ্ট লোক, যারা কিনা দুষ্টুমি করতে পারে, তাদের বিরুদ্ধে আমেরিকার নেতাদের বিজয়ের ঘোষণা। এই ভাষ্য আসলে তৈরি হয়েছে ২০২৪ সালের নির্বাচন মাথায় রেখে।

বাড়ছে বিবাহবিচ্ছেদ, টেকসই বৈবাহিক সম্পর্কের মূলমন্ত্র কী?

কলকাতা ঃ ৩ আগস্ট ২০২৩এ সিএনএনে 'মোর বৈবি বুম্বারস আর লিভিং অ্যালোন, ওয়ান রিজন হোয়াই ঃগ্রে ডিভোর্স' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সেই প্রতিবেদন অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে পঞ্চাশোর্ধ্ব মানুষের বিবাহবিচ্ছেদ, যা গ্রে ডিভোর্স নামে পরিচিত, আগের তুলনায় বেড়েছে ৩ গুণ, ফলে বাড়ছে নিঃসঙ্গ মানুষের সংখ্যা। ২০২২ সালে প্রায় ৬৫ বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সী আমেরিকান নিঃসঙ্গ মানুষের সংখ্যা প্রায় ১৬ মিলিয়ন, যা আগের তুলনায় তিন গুণ বেশি। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, নারীদের আর্থিক নিরাপত্তা এবং বিবাহ সম্পর্কে নতুন চিন্তা এই বিচ্ছেদের মূল কারণ (সূত্র ঃ সিএনএন, ৩ আগস্ট ২০২৩)। স্বয়ং মার্কিনরা নিঃসঙ্গ বয়স্ক মানুষের হার বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে গত ৩ জুন ২০২৩ তারিখে প্রকাশিত প্রথম আলোর এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঢাকা শহরে বর্তমানে প্রতি ৪০ মিনিটে ১টি করে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন জমা পড়ছে, আবেদনকারীদের ৭০ শতাংশ নারী। বিবাহবিচ্ছেদের এই হার জনমনে তৈরি করেছে উদ্বেগ। আমাদের দেশে গ্রে ডিভোর্সের হার কম হলেও অনেক ক্ষেত্রেই অনেক তারকা দম্পতি কিংবা সুপরিচিত ব্যক্তির বিবাহবিচ্ছেদের খবর পত্রিকার পাতায় জায়গা পায় অলক্ষ্যে রয়ে যায় নাম না জানা অনেক দম্পতির দীর্ঘদিনের বৈবাহিক সম্পর্কের বিচ্ছেদের গল্প। একসময় নারী তাঁর মৌলিক চাহিদা ও নিরাপত্তার জন্য পুরুষের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। এখন প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর জয়জয়কার। অনলাইন বিজনেসের একটা বড় অংশ নারীদের দখলে। আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের সঙ্গে সঙ্গে নিজের মর্যাদা ও সম্মানের বিষয়ে আজকের নারী আপসহীন। নারীর এই বোধ তাঁকে পুরুষশাসিত শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে স্বাধীন জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করছে। অন্যদিকে বাঙালি পুরুষেরা এখনো নারীর ওপর নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। প্রতিদিনের আহার প্রস্তুত, কিংবা শেষ জীবনে অসুস্থ হয়ে শয্যায় পড়ে থাকা একজন পুরুষের জন্য স্ত্রীই ভরসা। ফলে বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকে অনেক স্ত্রী শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতিত হলেও বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের নিয়ন্ত্রণ স্ত্রীর হাতে চলে আসে। জীবনে আমি অনেক স্ত্রীকে দেখেছি, অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী স্বামীর সেবা করতে করতে স্বামীর আগে নিজের জীবনের যবনিকা টেনেছেন। যে নারী বাইরে কাজ করছেন না, তাঁর জন্য একা হাতে সংসার সামলানো সুখকর হতে পারে, কিন্তু একজন কর্মজীবী নারীর জন্য মাঝেমধ্যেই দুই দিক সামাল দেওয়া যেন হয়ে ওঠে অসহনীয় শারীরিক ও মানসিক চাপ। অনেক পরিবারে নারীর অগ্রযাত্রাকে স্বাগত জানানো হচ্ছে এটা যেমন সত্যি, সেই সঙ্গে নারীর জন্য কিছু বেঁধে দেওয়া ফ্রেমও তৈরি করা আছে। একদিকে সংসারের দায়িত্ব ও সন্তান লালনপালন অন্যদিকে চাকরি কিংবা ব্যবসা করে অর্থ রোজগার উভয় কাজের চাপ নারীর জন্য যেন বোঝাস্বরূপ। অসুখী বৈবাহিক জীবনও অনেকের জীবনে সিসিফাসের শাস্তির মতো এক অসহনীয় প্রস্তরখণ্ড পর্বতের চূড়া পর্যন্ত বয়ে নেওয়ার মতো, নিজের অনিচ্ছায় মেনে চলা এক দুর্বিষহ এবং অর্থহীন রুটিন। অন্যদিকে সুখী দাম্পত্য জীবন মানে হলো, যত্ন আর মায়ায় তৈরি এক ভালোবাসার প্রাসাদ, যার নির্মাণ স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যুতেই কেবল শেষ হতে পারে। আপনি প্রতিদিন ভালোবাসার প্রাসাদ নির্মাণ করবেন, নাকি অসহনীয় প্রস্তরখণ্ড বয়ে বেড়াবেন? জীবন যাঁর, সিদ্ধান্ত তাঁর। ফলে স্বামীস্ত্রীর জ্ঞানের পরিধি, চিন্তার প্রসারতা কিংবা জীবনের লক্ষ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে মতের অমিল হলেও স্ত্রীর ওপর স্বামীর নির্ভরশীলতা, সামাজিক মর্যাদাহানি হওয়ার ভয়, প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের চাপ ইত্যাদি কারণে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা দীর্ঘশ্বাস ও হতাশা নিয়ে অসুখী জীবন যাপন করতে বাধ্য হন। একই ছাদের নিচে বসবাস করেও দুজনের মধ্যে দূরত্ব যেন লাখ কোটি মাইল। লোকদেখানো বৈবাহিক সম্পর্ক দৃশ্যমান হলেও পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও আকর্ষণ একেবারে নিষ্ক্রিয় ও অদৃশ্য। অনেকে জড়িয়ে পড়েন বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে। অনেক স্বামীস্ত্রী নিজের জীবনের সব চাহিদা ও স্বাচ্ছন্দ্য ভুলে ধীরে ধীরে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। বিশ্বায়নের এই যুগে খুব সহজেই ধারণা করা যায়, সম্পর্কের ভিত মজবুত না হলে লোকদেখানো সম্পর্ক খুব বেশি দিন টিকিয়ে রাখা মুশকিল। ফলে নারীর ওপর সংসার ও সন্তান লালনপালনের দায়িত্বের চাপ কমাতে না পারলে বর্তমানে ঢাকা শহরে ৪০ মিনিটে ১টি বিচ্ছেদের যে পরিসংখ্যান দেখা যাচ্ছে, তা ১০-১৫ বছর পর হয়তো আরও বাড়বে। অনুমান করা যায়, বাড়বে পঞ্চাশোর্ধ্ব নিঃসঙ্গ মানুষের সংখ্যাও।

সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন কাজ হলো নিজের জন্য উপযুক্ত সঙ্গী নির্বাচন করা। কারণ, সঙ্গী নির্বাচন যেন এমসিকিউ প্রশ্নের উত্তর নির্বাচনের মতো আমরা নিজের পছন্দমতো কাস্টমাইজ করে সঙ্গী তৈরি করতে পারি না বরং সীমিত অপশনের মধ্য থেকে নির্বাচন করি। তাই সঙ্গী নির্বাচন ভুল হওয়ার ফল শূন্য, মাঝেমধ্যে নেগেটিভ মার্কিংয়ের মতো নিজের সুখশান্তি যা ছিল, সেগুলোও হারাতে হয়। তাই পরিবারের চাহিদা নয় বরং নিজের পছন্দ ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে, এমন সঙ্গী নির্বাচন করা উচিত। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আগে নিজের পছন্দঅপছন্দ এবং সঙ্গীর কাছে প্রত্যাশা সততার সঙ্গে শেয়ার করা উচিত। নিজের স্বভাব কিংবা পারিবারিক কোনো দুর্বলতা থাকলে সেগুলো অকপটে সম্পর্ক তৈরির আগেই জানিয়ে দেওয়া জরুরি। তথ্য গোপন অনেক সময় প্রতারণার শামিল। যে সম্পর্ক প্রতারণা দিয়ে শুরু হয়, সেই সম্পর্কের ভিত্তি কখনোই মজবুত হতে পারে না। আমার কাছে মনে হয়, সম্পর্ক হলো এক টুকরা কাপড়ের মতো, যা যত্নে ভালো থাকে, অযত্নে নষ্ট হয়ে যায়। কাপড়ের বুনন যত মিহি ও নিখুঁত হবে, তা তত বেশি নরম, আরামদায়ক আর সুন্দর হবে। সম্পর্কগুলোও তেমন আদর, যত্ন আর ভালোবাসার সুতা দিয়ে যতটা সম্ভব মিহি ও নিখুঁত করে তৈরি করতে হয়। প্রতিদিন তাতে যত্নের পরশ দিতে হয়। অযত্নে ফেলে রাখলে তা হয় চুরি হয়ে যাবে, নয়তো তার রং ও সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে। তাই সম্পর্কের সুতা ছিঁড়ে যাওয়ার আগেই তাতে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা দিতে হবে। কাপড়ের দাগ তুলতে গিয়ে তাতে বেশি জোরজবরদস্তি করলে পুরো কাপড়টাই ছিঁড়ে পরিধানের অযোগ্য হয়ে পড়ে। তেমনি সম্পর্কে কোনো সমস্যা বা মনোমালিন্য হলে সঙ্গীর সঙ্গে অতিমাত্রায় জোরজবরদস্তি না করে তাকে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য সময় দেওয়া জরুরি। অনেক দম্পতি নিজেদের মধ্যকার চরম মানসিক দ্বন্দ্ব আছে জেনেও বৈবাহিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে দ্রুত সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকেন। এতে অনেক ক্ষেত্রেই সম্পর্ক টেকে ঠিকই, স্বামীস্ত্রীর পরস্পরের প্রতি কোনো মায়া বা সম্মোহন কাজ করে না। ফলে একদিকে দম্পতি নিজেদের যেমন অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন, তেমনি সন্তান বঞ্চিত হয় তার বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ থেকে। মাবাবার মধ্যকার তিক্ত সম্পর্ক সন্তানের সুস্থ ও সুন্দর মানসিক বিকাশকে ব্যাহত করে। তাই সন্তান গ্রহণের আগে স্বামীস্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কের উন্নয়ন জরুরি। সমাজের কথা ভেবে দাম্পত্য জীবন টিকিয়ে রাখার চেয়ে দাম্পত্য জীবনে সুখী হওয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, মানুষ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন সুখী জীবনের আশায়, সারা জীবন একই ছাদের নিচে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী কিংবা শত্রুর সঙ্গে বসবাস করার জন্য নয়। উচ্ছৃঙ্খল ও বেপরোয়া জীবনযাপন, সঙ্গীর প্রতি অতিরিক্ত প্রত্যাশা ও চাহিদা যেমন সঙ্গীর অধিকারকে খর্ব করে তেমনি সঙ্গীর প্রতি অতিরিক্ত বদান্যতা বা আনুগত্য মানে হলো নিজের স্বাধীনতা ও অধিকারকে সঙ্গীর ইচ্ছার কাছে বলিদান। উভয়ই সুসম্পর্কের অন্তরায়। তাই সুখী দাম্পত্য জীবন মানে হলো মধ্যপন্থা অবলম্বন করে উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। সংসারজীবন একটি বাঁশের সাঁকো, যেখানে প্রতি মুহূর্তে ভারসাম্য রক্ষা করা জরুরি। নিজের স্বার্থে সঙ্গীকে ব্যবহার করে তাঁর ব্যক্তিক ও নাগরিক অধিকার খর্ব করা হলে ধীরে ধীরে সেই সম্পর্ক তাঁর জন্য অসহনীয় হয়ে ওঠে। একসময় তা সমাপ্ত হয় বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে।

সম্পাদকীয়

পারলো না লুনা ২৫, বুধবার চাঁদে নামবে চন্দ্রযান৩

রাশিয়ার লুনা২৫ ভেঙে পড়েছে। কিন্তু এখনো আশা জাগিয়ে ঠিক কক্ষপথেই আছে ভারতের চন্দ্রযান৩। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী বুধবার ভারতীয় সময় ছয়টা চার মিনিটে চন্দ্রযান৩ চাঁদের দক্ষিণ মেরুর মাটি স্পর্শ করবে। এই অভিযান সফল হলে চাঁদের অনাবিষ্কৃত এই অংশে প্রথমবার কোনো ল্যান্ডার পা রাখবে। আর এখানে চাঁদের মাটির নিচে জলীয় বরফ আছে বলে বৈজ্ঞানিকদের অনুমান। সেজন্যই চন্দ্রযান৩এর দিকে তাকিয়ে আছে গোটা বিশ্ব। বিশেষ করে লুনা ২৫ ধ্বসের পর। চন্দ্রযানএখন চাঁদের শেষ কক্ষে ঢুকে পড়েছে। এখান থেকে চাঁদের সবচেয়ে কাছের অংশ ২৫ কিলোমিটার ও

সবচেয়ে দূরের অংশ ১৩৪ কিলোমিটার দূরে। ইসরো জানিয়েছে, একেবারে পরিকল্পনামাফিক চলছে ল্যান্ডার বিক্রম। শনিবার রাত দুটো নাগাদ তার কক্ষপথ পরিবর্তন করা হয়েছে। বিক্রম এখন চাঁদের শেষ কক্ষপথে আছে। এখান থেকে এবার চাঁদে নামবে বিক্রম। এটা কঠিন পরীক্ষা। কারণ, গতবার চন্দ্রযান২ এখানেই ভেঙে পড়েছিল। রাশিয়ার লুনা ২৫ও একইরকমভাবে ভেঙে পড়েছে। গত ১৪ জুলাই চন্দ্রযান৩কে মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়। গত ১৪ জুলাই চন্দ্রযান৩কে মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়। তবে এবার ভারতীয় মহাকাশসংস্থা ইসরোর বিজ্ঞানীরা গতবারের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বেশ কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছেন। তাদের আশা, বিক্রম সফলভাবে চাঁদের পিঠে নামবে। আর এই চাঁদে নামা লাইভ দেখানো হবে ইসরোর ওয়েবসাইট, ফেসবুক ও ইউটিউবে। চন্দ্রযান৩এর সঙ্গে প্রতিয়োগিতায় নেমেছিল রাশিয়ার লুনা ২৫। কে আগে চাঁদের দক্ষিণ মেরুর মাটি প্রথম ছুঁতে পারবে, সেই প্রতিযোগিতা। চাঁদের শেষ কক্ষপথে পৌঁছানোর জন্য মাত্র একটা ধাপ বাকি ছিল লুনা ২৫এর কিন্তু সেটা তারা আর পেরোতে পারলো না। নিজের কক্ষপথ ছেড়ে কিছুটা এগিয়ে যায় লুনা ২৫। তারপরই রাশিয়ার মহাকাশসংস্থা রসকসমসের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। পরে রাশিয়া জানায়, লুনা ২৫ চাঁদের মাটিতে ভেঙে পড়েছে। রাশিয়া শেষবার চাঁদে নেমেছিল ১৯৭৬ সালে। সেই সোভিয়েত আমলে লুনা ২৪ কোনো ভুল করেনি। কিন্তু এতবছর পর রাশিয়া যখন লুনা ২৫ চাঁদে পাঠালো, তখন তা সাফল্য পেল না। ১৭ হাজার রুবল খরচ করে রাশিয়া লুনা ২৫কে চাঁদে পাঠিয়েছিল। ১৩ বছর ধরে চেষ্টার ফলশ্রুতি ছিল এই অভিযান। কিন্তু তা সফল না হওয়ায় তা রাশিয়ার কাছে বড় ধাক্কা তো বটেই। লুনা ২৫ পারেনি, চন্দ্রযান৩ পারলে তা হবে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা।

রিপাবলিকানদের প্রাথমিক বিতর্কে যোগ দেবেন না ট্রাম্প

আগামী বুধবার রিপাবলিকান প্রার্থীদের টেলিভিশনে প্রথম বিতর্কসভা। সেখানে যোগ দেবেন না ট্রাম্প।

অ্যামেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, অ্যামেরিকার জনগণ তাকে চেনে। ফলে নতুন করে তাদের সামনে নিজের কথা বলার আর কোনো প্রয়োজন নেই তার। সে কারণেই রিপাবলিকানদের প্রাথমিক বিতর্কসভায় তিনি যোগ দেবেন না। বস্তুত, ওই সভায় প্রেসিডেঃট নির্বাচনের জন্য অন্য সব রিপাবলিকান পদপ্রার্থী যোগ দেবেন। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে তারা সকলেই কথা বলবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

সৌম্য বোস
প্রাবন্ধিক

নিজস্ব সোশ্যাল মিডিয়ায় রোববার তার বিতর্কসভায় যোগ না দেয়ার খবর প্রকাশ করেছেন ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি। তার আমলে অ্যামেরিকা কীভাবে এগিয়েছে, জনগণ তা জানে। ফলে নতুন করে তার আর কিছু বলার নেই। তিনি জানেন, মানুষের সমর্থন তার সঙ্গে আছে।

বস্তুত, সম্প্রতি একটি ওপিনিয়ন পোলে দেখা গেছে রিপাবলিকান প্রার্থীদের মধ্যে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি। ৬২ শতাংশ ভোট পেয়েছেন ট্রাম্প। তার পরে স্থান পেয়েছেন ফ্রোলিরডার গভর্নর রন ডিস্যাটিস। তার প্রাপ্ত ভোট ১৬ শতাংশ। বাকি দুই প্রার্থী ১০ শতাংশের কম ভোট পেয়েছেন। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা চলছে অ্যামেরিকার আদালতে। কিন্তু তারপরেও তার জনপ্রিয়তা কমেনি বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে আগামী বেশ কয়েকটি রিপাবলিকান বিতর্কসভায় অন্য রিপাবলিকান প্রার্থীরাট্রাম্পকে তুলোধোনা করবেন বলেই মনে করছেন তারা। কিন্তু তার পরেও ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা কতটা টলানো যাবে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

কিয়েভকে এফ১৬ দেবে ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ডস

ডেনমার্ক ও নেদারল্যান্ডস এফ১৬ যুদ্ধবিমান দেবে ইউত্রেনকে। আগামী বছরের গোড়ায় সম্ভবত এফ১৬ পাবে ইউক্রেন।

জেলেনস্কি দীর্ঘদিন ধরেই এফ১৬ যুদ্ধবিমান চাইছিলেন। এবার তার মনোবাসনা পূর্ণ হতে চলেছে। তিনি এফ১৬ পাচ্ছেন ডেনমার্ক ও নেদারল্যান্ডস থেকে। ইতিমধ্যেই ইউক্রেনের পাইলটরা এফ১৬ চালাবার প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেছেন। তা সম্ভবত ছয় মাস চলবে।

এই পরিস্থিতি ডেনমার্ক ও নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। দুই দেশই রোববার জানিয়েছে, ইউক্রেনের হাতে তারা এফ১৬ তুলে দেবে।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, তারা নতুন বছরের গোড়ায় ছয়টি, ২০২৪ সালের মধ্যে আরো আটটি এবং ২০২৫ সালে পাঁচটি এফ১৬ ইউক্রেনকে দেবে।

ড্যানিশ প্রধানমন্ত্রী ফ্রেডরিকসেন বলেছেন, ইউক্রেন স্বাধীনতার জন্য লড়ছে। সেই লড়াইয়ে এভাবেই ডেনমার্ক সাহায্য করবে।

এর আগে জেলেনস্কি নেদারল্যান্ডসেও গেছিলেন। তাদের হাতে ৪২টি এফ১৬ যুদ্ধবিমান আছে। নেদারল্যান্ডসও ইউক্রেনকে এফ১৬ দিতে রাজি। তবে তারা কতগুলি এফ১৬ দেবে তা জানায়নি। জেলেনস্কি জানিয়েছেন, ডেনমার্ক ও নেদারল্যান্ডস ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মধ্যপ্রদেশ কি বিজেপির হাতছাড়া হতে পারে?

গৌতম হোড়

আর মাস কয়েকের মধ্যেই চার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। সেখানে মধ্যপ্রদেশ নিয়ে রীতিমতো চিন্তিত বিজেপি নেতৃত্ব।

উত্তর ভারতের তিন রাজ্য মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং রাজস্থান এবং দক্ষিণ ভারতের তেলেঙ্গানাতে বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন। এর মধ্যে বিজেপির কাছে আছে একটি মাত্র রাজ্য, মধ্যপ্রদেশ। সেটাও অবশ্য তারা গত বিধানসভা ভোটে জিততে পারেনি। পরে জ্যোতিরাদিত্য ,সিন্ধিয়া বিজেপিতে যোগদানের পর তার অনুগামীরা কংগ্রেস ছাড়েন। ফলে সরকার সংখ্যালঘু হয়ে পড়ে ও বিজেপি সরকার গঠন করে।

এবার সেই মধ্যপ্রদেশে বিজেপি সরকার গঠন করা নিয়ে সংশয়ে। সূত্র জানাচ্ছে, বিজেপি নেতৃত্ব প্রতিটি রাজ্য নিয়ে একাধিক অভ্যন্তরীণ সমীক্ষা করেছে। এরকম সমীক্ষা প্রতিটি ভোটের আগে ও প্রার্থী বাছাইয়ের আগে একাধিকবার করা হয়। পেশাদার সংস্থাকে দিয়ে যেমন করানো হয়, তেমনই দল ও সঙ্ঘপরিবারের কর্মীদের কাছ থেকেও পরিস্থিতি জানতে চাওয়া হয়।

সূত্র জানাচ্ছে, মধ্যপ্রদেশ নিয়ে সমীক্ষা অনুকূল নয়। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, ২৩০ সদস্যের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ৭০-৮০ আসনে জেতার ব্যাপারে নিশ্চিত। মধ্যপ্রদেশে পিছিয়ে পড়ার কারণ, প্রধাণত অ্যান্টি ইনকামবেন্সি বা ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে ভোট দেয়ার প্রবণতা। ছত্তিশগড়েও বিজেপি জয়ের আশা বিশেষ দেখছে না। সেখানে কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল রীতিমতো জনপ্রিয় নেতা এবং গত প্রায় পাঁচ বছর তিনি যেভাবে চলেছেন, তাতে কংগ্রেস অপেক্ষাকৃত ভালো জায়গায় আছে।

তবে রাজস্থানে জয় নিয়ে বিজেপি প্রায় নিশ্চিত। রাজস্থানে কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট প্রচুর জনমোহিনী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু অশোক গেহলট বনাম শচিন পাইলটের লড়াইয়ের ফলে এই রাজ্য কংগ্রেসের হাতছাড়া হতে পারে।

বিজেপির সমীক্ষা অনুযায়ী, তেলেঙ্গানায় কংগ্রেস ও টিআরএসের মধ্যে তীব্র লড়াই হতে পারে। সেখানেও ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ টিআরএসের বিপক্ষে কাজ করছে।

এই অবস্থায় বিজেপির পরিকল্পনা হলো, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড ও রাজস্থানে তারা মোদীকে সামনে রেখেই ভোটে লড়বে। মধ্যপ্রদেশের ক্ষেত্রে তাদের ট্যাগলাইন হবে, 'মধ্যপ্রদেশকা মন মে মোদী হ্যায়,' যার বাংলা করলে দাঁড়ায়, 'মধ্যপ্রদেশের মনের ভিতর মোদী আছেন'। ফলে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানকে সামনে রেখে ভোটে যাবে না বিজেপি।

দ্বিতীয় কৌশল হলো হিন্দুত্বকে সামনে নিয়ে আসা। বারাণসীতে কাশী-বিশ্বনাথ মন্দিরের মতো উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরেও করিডোর তৈরি হচ্ছে। তার প্রথম পর্বের কাজ শেষ হওয়ার পর গত অক্টোবরে উদ্বোধন করেছেন মোদী। বিজেপির প্রচারে সেই মন্দির ও হিন্দুত্বের বিষয়গুলো প্রাধান্য পাবে।

তাছাড়া বিজেপি ইতিমধ্যেই তারা বেশ কিছু প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে দিয়েছে। যে সব কেন্দ্রে বিজেপি কখনো জেতেনি বা জিতলেও এক-দুইবারের বেশি জেতেনি, সেখানে প্রার্থীদের নাম জানিয়ে দিয়েছে তারা।

রাজস্থানের ক্ষেত্রেও তারা মোদীকেই ,সামনে রাখছে। সাবেক মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরারাজেকে প্রচার বা ইস্তাহার কোনো কমিটিতেই রাখা হয়নি। ফলে দল জিতলেও সেখানে বসুন্ধরারাজেকে মুখ্যমন্ত্রী করার সম্ভাবনা কম।

কেন এই অবস্থা?

মধ্যপ্রদেশে বিজেপির সরকার আছে। তারপরেও সেখানে তাদের অবস্থা কেন খারাপ? প্রবীণ সাংবাদিক শরদ গুপ্তা ডয়চে ভেলেকে বলেছেন, ''ভুলে যাবেন না, মধ্যপ্রদেশে গতবারও প্রথমে বিজেপি জেতেনি। সেবার তো শিবরাজকে সামনে রেখে ভোটে লড়েছিল বিজেপি। মানুষ তখনো শিবরাজকে প্রত্যাখান করেছিল। এখনো তারা শিবরাজের বিরোধী।''

শরদের বক্তব্য, ''সরকার গঠন করার পরেও শিবরাজ তার মন্ত্রিসভায় পুরনো মুখেদেরই রেখেছিলেন। তিনি এমন কিছু করেননি, যাতে জনপ্রিয়তা বাড়ে। তিনি এখন প্রচুর জনমোহিনী প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। কংগ্রেসের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথও একই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। ফলে তাতে কাজ হচ্ছে না। তাই মোদী-ভরসায় থাকতে হচ্ছে বিজেপিকে।''

আরেক প্রবীণ সাংবাদিক জয়ন্ত ভট্টাচার্য মনে করেন, ''কর্ণাটক ও হিমাচলে জয়ের পর কংগ্রেস আগের থেকে অনেক বেশি চাঙ্গা। দেখে মনে হচ্ছে, রাহুল গান্ধীও আর পাপ্পুর লেভেল থেকে উঠে এসেছেন। তিনি দেশের মানুষের একাংশের মনে দাগ কাটতে পেরেছেন। তিনি আক্রমণে যাচ্ছেন, সেটাও শালীনতা বজায় রেখে।'' জয়ন্তর মতে, ''এবার বিরোধীদের ইন্ডিয়া জোটও এখনো পর্যন্ত ভালোভাবে চলছে। আর নামটাও মানুষের মনে দাগ কাটার মতো। মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ের ক্ষেত্রে এটা বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠতে পারে।'' রাজস্থান নিয়েও কংগ্রেস চেষ্টা করছে। একদিন আগেই ওয়ার্কিং কমিটিতে বেশ কয়েকজন নেতাকে নেয়া হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম শচিন পাইলট। ফলে অশোক গেহলটকেও একটা বার্তা দিয়েছেন খাড়গে। এমনিতে রাজস্থানে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ক্ষমতার বদল হয়। সেখানে বিজেপির ক্ষমতায় আসার একটা সুযোগ থাকছে। তেলেঙ্গানা নিয়েও জয়ন্তর মতে, ''কংগ্রেসের চাঙ্গা হয়ে ওঠা এবং রাহুল সম্পর্কে মানুষের কিছুটা মতবদল এর একটা অন্যতম কারণ হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া কে চন্দ্রশেখর রাও ১০ বছর ধরে শাসন করছেন। তার বিরুদ্ধে মানুষের মনে ক্ষোভ জমতেই পারে।''

তেলেঙ্গানায় কংগ্রেসের অভ্যন্তরীন সমীক্ষা বলছে, ১১৯ আসনের বিধানসভায় তারা ৪১টি আসনে জেতার জায়গায় আছে। ৩৬টি আসনে তাদের জেতার সম্ভাবনা নেই। ৪২টি আসনে কংগ্রেসের সঙ্গে কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি ও বিজেপির কড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। এখন সেখান থেকে ২০টি বা তার বেশি আসনে জেতা হলো কংগ্রেসের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।

বিজেপির সমীক্ষা রিপোর্টও বলছে, কংগ্রেসের সঙ্গে বিআরএসের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। এই অবস্থায় বিজেপি চায় না যে, দক্ষিণের আরো একটি রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসুক। তাই তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিআরএসকে সমর্থন করবে।

চার রাজ্যের লড়াই খুব কৌতূহলকর ও জমজমাট হতে চলেছে। ভারতে লোকসভা ভোটের আগে মানুষের রায় জানার একটা সুযোগও থাকছে। গতবার কংগ্রেস রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এও ছত্তিশগড়ে জিতেছিল। তারপর লোকসভায় তারা রাজস্থান থেকে একটা আসনও পায়নি। মধ্যপ্রদেশ থেকেও বিজেপি সিংহভাগ আসনে জিতেছিল। ছত্তিশগড়ে কংগ্রেস বেশি আসনে জিতেছিল। ফলে লোকসভা ও বিধানসভা লড়াই, তার বিষয় সবই আলাদা। কিন্তু লোকসভা ভোটের আগে যদি চার রাজ্যের মধ্যে এক বা একাধিক রাজ্যে পালাবদল হয়, তবে তার একটা আলাদা রাজনৈতিক তাৎপর্য থাকবে।

সাময়িকী

লন্ডনে মিয়ানমারের সাবেক রাষ্ট্রদূতের বিরুদ্ধে তদন্ত

লন্ডনে একটি কূটনৈতিক বাসভবনে অনুপ্রবেশের অভিযোগে মিয়ানমারের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূতের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে ব্রিটিশ পুলিশ। তার আইনজীবী জানিয়েছেন, ২০২১ সালে মিয়ানমারে সামরিক অভ্যুত্থানের বিরোধিতা করার জন্য তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অভ্যুত্থানের কয়েক মাস পর কিয়াও সোয়ার মিনকে দূতাবাসে ঢুকতে দেয়া হয়নি। পরে মিয়ানমারের বেসামরিক নেতা অং সান সু চিকে মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানালে তার বদলে দূতাবাসের দায়িত্ব দেয়া হয় সামরিক জান্তার প্রতিনিধিদের। লন্ডনে তার আইনজীবী নীল সুইফট বার্তাসংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছেন, গত সপ্তাহের শুরুর দিকে 'কূটনৈতিক প্রাঙ্গনে অনুপ্রবেশের অভিযোগে' কিয়াও সোয়ার মিনের সাক্ষাৎকার নিয়েছিল পুলিশ। এই অপরাধে ব্রিটিশ আইনে ছয় মাস পর্যন্ত জেল বা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে। রয়টার্সকে সুইফট জানান, রাষ্ট্রদূতের বাসভবন মিয়ানমার ইউনিয়নের সম্পত্তি হিসাবে রয়ে গেছে, এবং আমার ক্লায়েন্ট সবসময় এই অবস্থান বজায় রেখেছেন যে তিনি মিয়ানমারের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের একজন প্রতিনিধির কাছে চাবি হস্তান্তর করতে পারলে খুশিই হবেন। এ তথ্য নিশ্চিত হওয়ার জন্য লন্ডনে মিয়ানমারের দূতাবাস, ব্রিটেনের পররাষ্ট্র দপ্তর এবং লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে রয়টার্স। মিনের আইনজীবী জানিয়েছেন, ১৫ আগস্ট পুলিশ সাক্ষাৎকার নিয়েছিল, কিন্তু এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন করা হয়নি। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার আগে সে ব্যাপারে যথেষ্ট প্রমাণ আছে কিনা তা ব্রিটেনের অ্যাটর্নি জেনারেলকে নির্ধারণ করতে হবে বলেও মন্তব্য় করেন আইনজীবী সুইফট। অভিযোগ আনা হলে, কিয়াও সোয়ার মিনের প্রতি ব্রিটেনের পূর্বের সমর্থন এবং অভ্যুত্থানের পর থেকে মিয়ানমারের সামরিক জান্তার ওপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, তা নিয়ে রাজনৈতিক উত্তাপ তৈরির ঝুঁকি রয়েছে। অধিকার গ্রুপ মিয়ানমার অ্যাকাউন্টেবিলিটি প্রজেক্টের ক্রিস গুনেস বলেছেন, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অভ্যুত্থানের নিন্দা করেছে এবং জেনারেলদের ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এমন পদক্ষেপ একটি অবৈধ জান্তার নেয়া সিদ্ধান্তে পরোক্ষ সমর্থন জানানোর সমান হবে। ২০২১ সালের জুলাই মাসে মিয়ানমারের জান্তা দেশটির লন্ডন দূতাবাসে একজন নতুন অস্থায়ী প্রধান নিযুক্ত করে। ভিয়েনা কনভেনশনের অধীনে রাষ্ট্রদূত নিয়োগে ব্রিটিশ সরকারের সম্মতির প্রয়োজন পড়েনি।

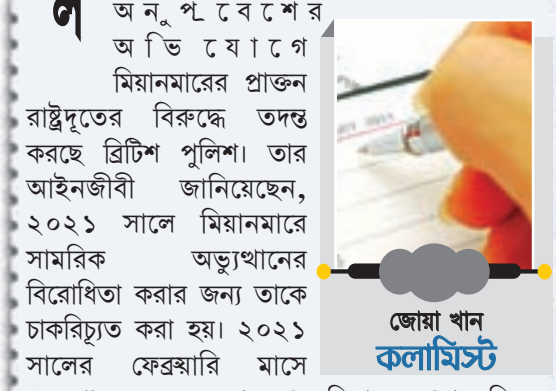

জোয়া খান
কলামিস্ট

জানা অজানা

হিলারি ঝড়ের দাপট মেক্সিকো অ্যামেরিকায়

ঝড়ের প্রাথমিক প্রভাবে কার্যত বেসামাল মেক্সিকোর একটি বড় অংশ। ক্যালিফোর্নিয়ায় লাল সতর্কতা জারি।

ক্যালিফোর্নিয়া এবং মেক্সিকোর সীমান্তে ঝড়ের দাপটে বন্যার জল ঢুকে পড়েছে। মেক্সিকোর বাহা ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলে বন্যার জল ঢুকেছে। মেক্সিকোর শহর এনসেনাডা থেকে প্রায় ২৫০ মাইল দূরে ঝড়টি স্থলভাগে প্রবেশ করে। রোববার ঝড়টিস্থলভাগে প্রবেশ করার পর তিহুয়ানার দিকে এগোতে শুরু করে। ঝড়টি স্থলভাগে প্রবেশ করার আগে থেকেই গোটা অঞ্চলজুড়ে বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। সঙ্গে প্রবল জলোচ্ছ্বাস। তারই দাপটে বাহা ক্যালিফোর্নিয়াসহ একাধিক জায়গায় বন্যা শুরু হয়েছে। অ্যামেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া এবং মেক্সিকোর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রায় ৯০ লাখ মানুষ এই ঝড়ের দাপটে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। অ্যামেরিকায় অনেককেই নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। বাহা ক্যালিফোর্নিয়া এবং অ্যামেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ঝড়ের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। দুই অঞ্চলেই ফ্লাশ ফ্লাড হবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। অ্যামেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। বন্যায় আটকাতে রাস্তার ধারে ধারে বালির বস্তা বসানো হয়েছে। ৮৪ বছর পর এই অঞ্চলে এই ধরনের ঝড় আঘাত হেনেছে বলে হাওয়া অফিস জানিয়েছে। পাম স্প্রিংয়ের মতো শহরে ছয় থেকে ১০ ইঞ্চি পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে বলে জানানো হয়েছে। যেখানে বছরে এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ চার দশমিক ছয় ইঞ্চি। সান দিয়েগোর অধিকাংশ উড়ান বাতিল করা হয়েছে। পাশাপাশি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বেসবল ম্যাচও অন্য অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে এরই মধ্যে লস অ্যাঞ্জেলেসে পাঁচ দশমিক এক মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে। তারই মধ্যে ঝড়ের দাপট। ফলে এলাকার সাধারণ মানুষ রীতিমতো আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

পাঠকের চিঠি

প্রায় দুইতৃতীয়াংশ জার্মান নতুন সরকার চান

একটি জরিপে অংশ নেয়া প্রায় ৬৪ শতাংশ জার্মান জানিয়েছেন, বর্তমান সরকারে পরিবর্তন এলে জার্মানির জন্য ভালো হবে। জার্মানির বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র 'বিল্ড'-এর জন্য করা জরিপটি শনিবার প্রকাশিত হয়েছে। জার্মান জোট সরকারের নেতা এফডিপি এর ক্রিস্টিয়ান লিন্ডনার, এসপিডির ওলাফ শলৎস এবং গ্রিন পার্টির আনালেনা বেয়ারবক ও রবার্ট হেবেক। এর আগে শুক্রবার প্রকাশিত আরেক জরিপে দেখা যায়, ৭০ শতাংশ উত্তরদাতা চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎসের কাজ নিয়ে সন্তুষ্ট নন। জরিপ পরিচালনাকারী সংস্থা ইনসার ঐ জরিপের মাত্র ২২ শতাংশ উত্তরদাতা শলৎসের কাজ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার কথা জানিয়েছেন। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের সাবেক চ্যান্সেলর আঙ্গেলা ম্যার্কেলের জোট সরকারের সঙ্গে বর্তমান জোট সরকারের তুলনা করতে বলা হয়েছিল। মাত্র ১০ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করছেন, বর্তমান জোট সরকার ভালো করছে, আর ৪৯ শতাংশ মনে করছেন খারাপ। ম্যার্কেলের জোট সরকারে তার দল খ্রিস্টীয় গণতন্ত্রী ইউনিয়নের (সিডিইউ) সঙ্গে ছিল সামাজিক গণতন্ত্রী এসপিডি দল, যাদের নেতৃত্বে বর্তমান জোট সরকার গঠিত হয়েছে। এই জোটে এসপিডির সঙ্গে আছে সবুজ ও ব্যবসাবান্ধব মুক্ত গণতন্ত্রী এফডিপি দল। জার্মানির পাবলিক ব্রডকাস্টার জেডডিএফ-এর জন্য করা জরিপেও বর্তমান চ্যান্সেলর শলৎসের প্রতি ভোটারদের অসন্তোষ দেখা গেছে। ৫১ শতাংশ উত্তরদাতা তার কাজ নিয়ে খুশি নন। ৫৮ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করছেন, বর্তমান সরকার ভালো কাজ করছে না। তবে শলৎসের জন্য একটি ভালো খবর হচ্ছে, অর্ধেকের বেশি উত্তরদাতা মনে করছেন, বিরোধী রক্ষণশীলদের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হলেও তারা এর চেয়ে ভালো করতে পারত না। শলৎসের এসপিডি দলের প্রতিও সমর্থন অনেক কমেছে। এখনই নির্বাচন হলে দলটি মাত্র ১৯ শতাংশ ভোট পাবে। সবুজ দল পাবে ১৫ শতাংশ, আর এফডিপি সাত শতাংশ। অন্যদিকে সিডিইউসিএসইউ পাবে ২৬ শতাংশ ও অভিবাসনবিরোধী এএফডি পাবে ১৯ শতাংশ ভোট। ২০২১ সালের নির্বাচনে এএফডি ১০.৩ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। সাম্প্রতিক সময়ে তাদের প্রতি সমর্থন সর্বোচ্চ ২১ শতাংশ উঠেছিল। এএফডির নেতা টিনো শ্রুপাল্লা শনিবার বলেন, সিডিইউ নেতা ফ্রিডরিশ ম্যার্ৎস এএফডির সমর্থন অর্ধেক করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এএফডির সমর্থন দ্বিগুন হয়েছে।

রিচার্ড, রাঁচি

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

নিশ্চিত পরাজয়ের সম্ভাবনা থাকা নগাঁও লোকসভা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে অনিচ্ছুক বলে মন্তব্য প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজেন গোহাইর

এই বিষয় নিয়ে তিনি সর্বদা সরব থাকবেন বলে ঘোষণা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজেন গোহাই এর ফের বিস্ফোরণ। আসন্ন ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে নিশ্চিত পরাজয়ের সম্ভাবনা থাকা নগাঁও লোকসভা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে অনিচ্ছুক বলে স্পষ্টভাষা ঘোষণা করেছেন তিনি। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন এই আসনটি ইতিমধ্যে বদরুদ্দিন আজমলের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কোনো লাভ নেই। তবে চিরজীবনের জন্য নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের যে ক্ষতি হয়েছে সেটা নিয়ে সবসময় অভিযোগ উত্থাপন করবেন তিনি। প্রসঙ্গত কেবিনেট মন্ত্রীর মর্যাদা ত্যাগ করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজেন গোহাই। শুক্রবার মহানগরের দিশপুরের অসম সচিবালয় জনতা ভাবো কোন উপস্থিত হয়ে পুনর্গঠনের মাধ্যমে নগাঁও লোকসভা কেন্দ্র বদরুদ্দিন আজমলের হাতে তুলে দেওয়ার অভিযোগ উত্থাপন করে মুখ্য সচিবের হাতে নিজের পদত্যাগ পত্র তুলে দিয়েছিলেন তিনি। এরসঙ্গে প্রবীন এই বিজেপি নেতা বলেছিলেন যে দলের প্রতি তার কোনো ক্ষোভ নেই। তবে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। তাছাড়া হিন্দুর স্বার্থ সুরক্ষার ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর কর্মকাণ্ডের উপর সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের চারবারের সাংসদ। শনিবার অভিযোগের দ্বিতীয় পর্ব হিসেবে বিস্ফোরণ অব্যাহত রেখেছেন রাজেন গোহাই। সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় তিনি বলেন কিছু অন্যায় হয়েছে। দলে কিছুটা বিশৃঙ্খলতা দেখতে পেয়েছেন তিনি। এর প্রতিবাদ করা তার দায়িত্ব। প্রতিবাদ না করে নিরবে বসে থাকলে ভবিষ্যতে আরও বড় ধরনের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় বলে মন্তব্য করেছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের চারবারের সাংসদ রাজেন গোহাই। তিনি বলেন ভবিষ্যতে এই ধরনের ভুলের ফলে অসমীয়া সমাজ ভেঙে খানবান হয়ে যেতে পারে। এর ফলে তিনি নিজের অভিযোগ কিংবা মন্তব্য খোলাখুলি ভাবে প্রকাশ করেছেন বলে উল্লেখ করেন প্রাক্তন কেন্দ্র মন্ত্রী। রাজেন গোহাই জানান এই পরিস্থিতিতে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার তার কোনো ইচ্ছা নেই। এই বয়সে তিনি ভেবেছিলেন শেষবারের মতন একবার ভালো করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হবেন এবং দলকে অধিক শক্তিশালী হিসেবে গড়ে তুলবেন যাবেন। কিন্তু যেহেতু নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রটি বদরুদ্দিন আজমলের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ফলে এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কোনো লাভ নেই। তবে দল যদি নির্দেশ দেয় তাহলে সেটা তিনি মানতে বাধ্য বললে উল্লেখ করেছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় রেল প্রতিমন্ত্রী রাজেন গোহাই।

তিনি ফের একবার বলেন বৃহত্তর স্বার্থ আঘাত করে নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রটি বদরুদ্দিন আজমলের হাতে তুলে দেওয়াটি উচিত কাজ হয়নি। এটা অত্যন্ত খারাপ হয়েছে। এটা তিনি বলবেন, আজও বলবেন ভবিষ্যতে বলবেন বলতে থাকবেন। এরফলে ভবিষ্যতে এর যা প্রভাব পড়বে সেটা সাধারণ মানুষ ১০ বছর পরে কিংবা বিজেপি সরকার বদলানোর পর দেখতে পাবেন বলে মন্তব্য করেছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজেন গোহাই। ফলে পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রটি বদরুদ্দিন আজমলের হাতে যাওয়ার অভিযোগ উত্থাপন করে ফের একবার এই বিষয়ে নিজের মন্তব্য তুলে ধরেছেন তিনি।

আইইএলটিএস বা টোয়েফল ছাড়াও ভর্তি হওয়া যায় মালয়েশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে

কুয়ালালামপুর ঃ মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি অ্যান্ড ইনোভেশনে পড়েন ইনাম আহমেদ। জানাচ্ছেন তাঁর অভিজ্ঞতা। সম্প্রতি বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের কাছে উচ্চশিক্ষার জন্য মালয়েশিয়া একটি জনপ্রিয় গন্তব্য হয়ে উঠেছে। ২০টি সরকারি ও ১৬০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সব কটিতেই আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ে পড়ার সুযোগ আছে। ফাউন্ডেশন, ডিপ্লোমা, স্নাতক, স্নাতকোত্তর, পিএইচডি এবং পোস্টডক্টরাল পর্যায়ে পড়তে পারবেন। এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ফাউন্ডেশন বা ডিপ্লোমা থেকে এখানে একজন বাংলাদেশি শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা শুরু করতে পারেন। তথ্যপ্রযুক্তি খাতের সম্প্রসারণের কারণে মালয়েশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থায় সম্প্রতি আধুনিক প্রযুক্তির পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যার ফলে প্রতিটি বিষয়ের শিক্ষার্থীকেই চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রযুক্তি ও এর প্রয়োগ শেখানো হয়। আইইএলটিএস বা টোয়েফল সনদ না থাকলেও মালয়েশিয়ার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যায়। তবে সে ক্ষেত্রে মূল কোর্স শুরুর আগে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইইএলটিএসের প্রশিক্ষণ নিয়ে পরীক্ষায় বসতে হয়। এ সুবিধার কারণেও অনেক বাংলাদেশি শিক্ষার্থী মালয়েশিয়াকে বেছে নিচ্ছেন। আমি বর্তমানে কুয়ালালামপুরের এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি অ্যান্ড ইনোভেশনে কম্পিউটারবিজ্ঞানে স্নাতক করছি। প্রায় ১৩০টি দেশের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন।

বৃত্তি নিয়ে সুইডেনে আছে পড়ার সুযোগ

স্টকহোম ঃ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের তুলনায় মাস্টার্স পর্যায়ে সুইডেনে অনেক সুযোগ আছে। এখানকার প্রায় ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে মাস্টার্সে ভর্তি নেয়। পড়ালেখার মাধ্যম ইংরেজি। লুন্ড বিশ্ববিদ্যালয়, স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়, উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়, কেটিএইচ রয়াল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিসহ বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বেশ সুনাম আছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স ও পিএইচডি করতে সুইডেনের বাইরে থেকে অনেকেই আসেন। তথ্যপ্রযুক্তি, পরিবেশবিজ্ঞান, টেকসই উন্নয়ন, উন্নয়ন অধ্যয়নের মতো বিষয়গুলোই সাধারণত অগ্রাধিকার পায়। সুইডেনে পড়ার পাশাপাশি খণ্ডকালীন কাজের সুযোগ আছে। স্নাতকোত্তর শুরুর পরও আপনি বৃত্তি পেতে পারেন। আমি যেমন দুই বছরের মাস্টার্সের জন্য 'সুইডিশ ইনস্টিটিউট স্কলারশিপস ফর গ্লোবাল প্রফেশনালস' (এসআইএসজিপি)-এর পূর্ণবৃত্তি পেয়েছি। সুইডিশ ইনস্টিটিউটের বৃত্তি প্রদানের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভবিষ্যৎ বিশ্বনেতৃত্ব তৈরি করা। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা প্রতি মাসে ১১ হাজার সুইডিশ ক্রোনা (১ লাখ টাকার বেশি) পান। স্বাস্থ্যবিমাসহ নানা ধরনের সুযোগ থাকে। গত ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশসহ ৪২টি দেশের পেশাজীবীদের জন্য প্রায় ৩৫০টি বৃত্তি দেওয়া হয়েছে। গবেষণা বা উচ্চশিক্ষার জন্য আবেদনকারী শিক্ষার্থীদের ন্যূনতম কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হয়। এই বৃত্তি অবশ্য শুধু স্নাতকোত্তর পর্যায়ের জন্য। সুইডেনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য এই ওয়েবসাইট থেকে বিস্তারিত তথ্য পেতে পারেন। এ ছাড়া বৃত্তির জন্য এই ওয়েবসাইটে চোখ রাখুন।

নতুন বিজেপির সংজ্ঞা কংগ্রেসের সৃষ্টি, ১৯৮০ সাল থেকে বর্তমানের বিজেপিতে থাকা প্রতিজন সদস্য সমান বলে মন্তব্য মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাসের

বিজেপির প্রতিজন সদস্যের জন্য প্রথম দেশ, দ্বিতীয় দল এবং তৃতীয় ব্যক্তি বিশেষ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ বিভিন্ন দলীয় নেতার গ্রেফতার তথা এক নেত্রীর আত্মহত্যার পর রাজ্য বিজেপিতে অব্যাহত থাকা চরম বিশৃঙ্খলতা এবং অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে এবার নতুন এবং পুরানো বিজেপি নিয়ে ফের বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিশেষ করে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজেন গোহাই নানা অভিযোগ উত্থাপন করার পর এই বিতর্ক নতুন মাত্রা পেয়েছে। তবে নতুন বিজেপির সংজ্ঞা কংগ্রেসের সৃষ্টি বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস। তিনি বলেন ১৯৮০ সাল থেকে বর্তমানের বিজেপিতে থাকা প্রতিজন সদস্য সমান। বিজেপি একটি বৃহৎ দল। বিজেপির প্রতিজন সদস্যের জন্য প্রথম দেশ, দ্বিতীয় দল এবং তৃতীয় ব্যক্তি বিশেষ বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত গত কয়েকদিন ধরে রাজ্য বিজেপির মধ্যে সংঘটিত নানা ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার ফলে শাসক দলটিতে এক ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়েছে। একাংশ দলীয় নেতাদের চাকরি দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করার ঘটনার পাশাপাশি ইন্দ্রানী তহবিলদারের সঙ্গে এক নেতার অন্তরঙ্গের ছবি ভাইরাল হয়ে যাওয়া, এর ফলে এই দলীয় নেত্রীর আত্মহত্যার ঘটনা, বেশ কয়েকটি অডিও ভাইরাল হওয়া, একাংশ নেতা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া ইত্যাদি ঘটনার পর অবশেষে দলের প্রবীণ নেতা তথা বর্তমানের বিধায়ক সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যের অসন্তুষ্টি এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজেন গোহাই উত্থাপন করা নানা অভিযোগের পর স্বাভাবিকভাবে রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতাদের কপালে চিন্তার ভাজ পড়েছে। এরই মধ্যে ফের একবার নতুন বিজেপি এবং পুরনো বিজেপি বিতর্ক ছড়িয়ে গেছে। বিশেষ করে দলের দুই জ্যেষ্ঠ নেতার অসন্তুষ্টির পর নতুন বিজেপি এবং পুরনো বিজেপি বিতর্ক এক নতুন মাত্রা পেয়েছে।

অবশেষে এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশের জন্য শনিবার এক সাংবাদিক বৈঠক আযোজন করেন মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস। তিনি বলেন বর্তমান দলীয় সভাপতি ভবেশ কলিতা ১৯৯১ সালে বিজেপিতে যোগদান করেছেন। তিনি স্বয়ং ১৯৯২ সালে দলে যোগদান করেছেন। দলীয় নেতা বিজয় গুপ্তা ১৯৯০ সালে, বর্তমানে মন্ত্রী অশোক সিংহল ১৯৯০ সালে এই দলে যোগদান করেছিলেন। এবার তিনি ১৯৯২ সালে যেহেতু বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন ফলে দলীয় নেতা তথা মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য কিংবা বিজয় গুপ্তা তাকে নতুন বিজেপি বলে আখ্যা দেবেন কি এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস।

তিনি বলেন বর্তমানের বিধায়ক সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য কিংবা সর্বানন্দ সোনোয়াল ২০১১ সালে বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন। এবার যেহেতু সর্বানন্দ সোনোয়াল ২০১১ সালে দলে এসেছেন ফলে এবার তিনি কিংবা ভবেশ কলিতা

কিংবা বিজয় গুপ্তা অথবা পরিমল শুক্লবৈদ্য কিংবা অশোক সিংহল তাকে নতুন বিজেপি বলে আখ্যা দেবেন কি সে প্রশ্ন উত্থাপন করে তিনি বলেন এভাবে কোনদিনও বলা যাবে না। মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস বলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং তার সঙ্গে বেশ কয়েকজন বিধায়ক ২০১৫ সালে বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন। ফলে এবার সর্বানন্দ সোনোয়াল কিংবা তিনি মুখ্যমন্ত্রী তথা বিধায়কদের নতুন বিজেপি বলে আখ্যা দিতে পারেন কি, সেটা কোনদিনও সম্ভব নয়। এই নতুন বিজেপির সংজ্ঞা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। যাতে শাসক দলটির শৃঙ্খলার মধ্যে আঘাত করা যায় কিংবা এক্ষেত্রে বিশৃংখল পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য এই নতুন বিজেপি সংজ্ঞা বের করা হয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি। কংগ্রেস ইচ্ছাকৃতভাবে এই সংজ্ঞা সৃষ্টি করেছে বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস।

নুয়াগ্রামে ঝাড়খন্ড সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের মাসিক সাহিত্য গোষ্ঠী আয়োজিত

ঝাড়খন্ড প্রভার ১৬ তম সংখ্যা প্রকাশনের অন্তিম রূপ দেওয়া হলো

পোটকা ঃ পূর্ব নির্ধারিত নির্ণয় অনুসারে বিগত ২০ ই আগস্ট অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় নোয়াগ্রামে পরিষদের সেক্রেটারি শঙ্কর চন্দ্র গোপের বাস ভবনে ঝাড়খন্ড সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের মাসিক সাহিত্য গোষ্ঠী সহ বৈঠকের আয়োজন করা হলো যার সভাপতিত্ব করলেন পরিষদের সভাপতি ভবতারণ মণ্ডল।বৈঠকের আগে শঙ্কর চন্দ্র গোপ উপস্থিত সকল কবি লেখক ও সদস্যদের স্বাগত জানালেন।বৈঠকে ঝাড়খন্ড প্রভার ১৬ তম সংখ্যা কে আরো ভালো ভাবে প্রকাশিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।বৈঠকে সুনীল কুমার দে,করুণাময় মণ্ডল,ভবতারণ মণ্ডল,শঙ্কর চন্দ্র গোপ প্রভৃতি স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শুনালেন।পত্রিকার জন্য রচনা জমা করার জন্য ৩১ আগস্ট পর্য্যন্ত সময় দেওয়া হলো।সবশেষে ভবতারণ মণ্ডল সবাই কে ধন্যবান জানালেন।সাহিত্য গোষ্ঠী টি সঞ্চালন করলেন ঝাড়খন্ড প্রভার সম্পাদক সুনীল কুমার দে।আগামী ১৭ ই সেপ্টেম্বর বেলা ২ টার সময় ঝাড়খন্ড সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের মাসিক সাহিত্য গোষ্ঠী আয়োজিত হবে পিছলি গ্রামে জন্মেজয় সর্দারের বাড়িতে।এই উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন সুধাংশু শেখর মিশ্র,কমল কান্তি ঘোষ,কৃষ্ণ পদ মণ্ডল,আশুতোষ মণ্ডল,করুণাময় মণ্ডল,বিশ্বমিত্র খন্দায়েত ,রাজ কুমার সাহু,উজ্বল মণ্ডল,ডাক্তার রাজীব লোচন মাহাতো,মিঠুন সাহু,অমল কুমার দাস,ভবতরণ মণ্ডল,সুদীপ মুখার্জি,জন্মেজয় সরদার,স্বপন কুমার শঙ্কর,শঙ্কর চন্দ্র গোপ,সাবিত্রী গোপ,ঝর্ণা সাহু প্রমুখ।

নারী খেলোয়াড়কে চুমু দিয়ে অবশেষে ক্ষমা চাইলেন স্পেনের ফুটবলপ্রধান

স্পেন (ওয়েবডেস্ক) ঃ উচ্ছ্বসিত তাঁর হওয়ারই কথা, তিনি হয়েছিলেনও। তবে সেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে গিয়ে কিছুটা লাগাম হারিয়েছিলেন স্পেনের ফুটবল ফেডারেশনের প্রধান লুইস রুবিয়ালেস। গতকাল ইংল্যান্ডকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো স্পেনের মেয়েরা বিশ্বকাপ জেতার পর পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে পদক নিতে আসা স্প্যানিশ মিডফিল্ডার হেনিফার হেরমোসোকে ঠোঁটে চুমু দেন রুবিয়ালেস।

এর পর থেকেই তাঁকে নিয়ে তীব্র সমালোচনা। প্রথমে অবশ্য সেসব সমালোচনা খুব একটা পাত্তা দেননি রুবিয়ালেস, উল্টো সমালোচকদের মূর্খও বলে দিয়েছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত সম্ভবত বোধোদয় হয়েছে তাঁর। চুমুকাণ্ডের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন তিনি। স্বীকার করেছেন এমন দায়িত্বশীল পদে থেকে এ রকম আচরণ করা ঠিক হয়নি তাঁর।

গতকাল ফাইনালে ইংল্যান্ডকে ১-০ গোলে হারিয়ে মেয়েদের বিশ্বকাপ জেতে স্পেন। জার্মানির পর মাত্র দ্বিতীয় দল হিসেবে ছেলে, মেয়ে উভয় বিভাগে বিশ্বকাপ জিতল স্প্যানিশরা। শুধু তাই নয়, এ মুহূর্তে মেয়েদের অনূর্ধ্ব১৭ এবং অনূর্ধ্ব২০ বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়নও তারা।

বৈশ্বিক আসরে স্প্যানিশদের এত এত সাফল্যে ফুটবল ফেডারেশনের প্রধান হিসেবে রুবিয়ালেস ছিলেন বেশ উচ্ছ্বসিত। তবে সেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বেশ বিরক্তি কুড়িয়েছেন। বিশ্বকাপ জয়ের পর স্পেনের মেয়েদের উদ্‌যাপনের সময় বারবার ছবিতে পোজ দিতে ঢুকে যাওয়া, মেয়েদের হাত থেকে ট্রফি নিয়ে স্পেনের রানিকে দেওয়া, শেষে লকার রুমে ঢুকে হাসিঠাট্টা করা এসব তো ছিলই। তবে সবকিছু ছাড়িয়ে গেছে পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে তাঁর মিডফিল্ডার হেনিফার হেরমোসোকে ঠোঁটে চুমু দেওয়াটা।

এ নিয়ে তীব্র সমালোচনার মধ্যেই 'রেডিও মার্কা'কে রুবিয়ালেস প্রথমে বলেছিলেন, 'হেনির সঙ্গে চুমু? মূর্খ লোকের তো অভাব নেই। দুজন মানুষের স্নেহপূর্ণ মুহূর্ত নিয়ে এসব মূর্খের কথা শোনার সময় নেই। আমরা চ্যাম্পিয়ন, আমি এটা নিয়েই আছি।'

তবে আজ নিজের ভুল স্বীকার করেছেন রুবিয়ালেস। আজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত এক ভিডিওতে বলেছেন, 'আমাকে স্বীকার করতেই হবে, আমি সম্পূর্ণ ভুল ছিলাম। আমাকে ক্ষমা চাইতে হবে, এ থেকে শিক্ষা নিতে হবে। আমাকে বুঝতে হবে, যখন সভাপতি সভাপতির মতো দায়িত্বে থাকবেন, আপনাকে আরও সতর্ক হতে হবে।'

গতকাল ওই ঘটনার পর স্পেন দল বিশ্বকাপ ট্রফি নিয়ে উদ্‌যাপনের পর লকার রুমে গেলে ইনস্টাগ্রামে লাইভ করেন কেউ কেউ। সেখানে মঞ্চের ঘটনা নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে হেরমোসো বলেছিলেন, 'আমার এটা ভালো লাগেনি।' টুইটারে স্প্যানিশ সাংবাদিক ইরাতি ভিদার শেয়ার করা একটি ইনস্টাগ্রাম ভিডিওতে দেখা যায়, হেরমোসোকে একজন জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি তখন কী করছিলেন?' জবাবে ৩৩ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার বলেন, 'আমার কী করার ছিল?'

মেসির ক্লাব ক্যারিয়ারে ফাইনালে এমন জয় এই প্রথম

প্যারিস ঃ ইন্টার মায়ামিতে আসার এক মাসের মধ্যে দলকে শিরোপা এনে দিয়েছেন লিওনেল মেসি। নির্ধারিত সময়ে ১-১ গোলে ম্যাচ সমতায় থাকার পর ম্যারাথন টাইব্রেকারে ন্যাশভিলকে ১০-৯ গোলে হারায় ইন্টার মায়ামি। এ নিয়ে টানা দুটি ফাইনালে টাইব্রেকারে জিতেছেন মেসি।

এর আগে গত বছরের ডিসেম্বরে বিশ্বকাপ ফাইনালেও টাইব্রেকারে গিয়ে জিতেছিল মেসির আর্জেন্টিনা। একসময় টাইব্রেকার ভাগ্য খুব একটা ভালো ছিল না মেসির। টাইব্রেকারে টানা হারের হতাশাজনক ঘটনাও আছে। কিন্তু সময়টা এখন পুরোপুরি বদলে গেছে। জাতীয় দল ক্লাব সব জায়গাতেই টাইব্রেকারে দারুণ সাফল্য পাচ্ছেন মেসি।

লিগস কাপের ফাইনালসহ মেসি তাঁর ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত ৪২টি ফাইনাল খেলেছেন। যেখানে রোববারের ফাইনালের আগে মাত্র তিনবার মেসিকে শিরোপা নির্ধারণের জন্য পেনাল্টি শুটআউটে যেতে হয়েছিল। তবে এর কোনোটিই ক্লাবের হয়ে ছিল না।

মেসির যে ফাইনালগুলো টাইব্রেকারে গেছে তার সবগুলোই ছিল জাতীয় দলের হয়ে। যেখানে প্রথম দুটিতেই হার দেখেছিলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। সেই দুটিই ছিল মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতা কোপা আমেরিকা ফাইনাল। সেই দুই ফাইনালের দুটিতেই চিলির কাছে হেরে গিয়েছিল মেসির আর্জেন্টিনা। এমনকি ২০১৬ সালের শতবর্ষীয় কোপা আমেরিকা ফাইনালে হেরে অবসর ঘোষণা করে রীতিমতো তোলপাড় ফেলে দিয়েছিলেন মেসি। বলা বাহুল্য, পরে সেই অবসর ভেঙে ঠিকই ফিরে এসেছিলেন 'এলএম টেন' এবং পরে গড়েছেন ইতিহাসও।

টাইব্রেকারে প্রথম দুটি ফাইনালে হারের পর মেসি টাইব্রেকে যাওয়া তৃতীয় ফাইনালটি খেলেছিলেন ২০২২ সালের ১৮ ডিসেম্বরে। লুসাইলের সেই ফাইনালে নির্ধারিত সময়ের পর অতিরিক্ত সময়েও ম্যাচ ড্র থাকে ৩-৩ গোলে। পরে পেনাল্টি শুটআউটে ফ্রান্সকে ৪-২ গোলে হারিয়ে ৩৬ বছর পর বিশ্বকাপ শিরোপা পুনরুদ্ধার করে আর্জেন্টিনা।

এরপর মেসি নিজের ক্যারিয়ারে টাইব্রেকারে যাওয়া চতুর্থ ফাইনালটি খেলেছেন গতকাল লিগস কাপে। যেখানে মেসির গোলে ইন্টার মায়ামি এগিয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে সমতায় ফেরে ন্যাশভিল। টাইব্রেকারেও মেসির গোলে শুরুতে এগিয়ে যায় মায়ামি। কিন্তু প্রথম ৫ শটে দুই দলই একটি করে মিস করে। এরপর সাডেন ডেথে শুরু হয় ম্যারাথন পেনাল্টি শুটআউট। যেখানে শেষ পর্যন্ত ১০-৯ গোলে জিতে চ্যাম্পিয়ন হয় মেসির ইন্টার মায়ামি।

বিশ্বকাপের সূচি আর বদলাবে না, জানিয়ে দিল বিসিসিআই

কলকাতা ঃ আহমেদাবাদ ও কলকাতার পর হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনও (এইচসিএ) বিশ্বকাপে সূচি বদলের অনুরোধ করে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) বরাবর চিঠি দিয়েছিল। তাতে অক্টোবর-নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় ওয়ানডে বিশ্বকাপের সূচিতে দ্বিতীয় দফা বদলের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু আজকের খবর, বিসিসিআই হায়দরাবাদের প্রস্তাবে সাড়া দেয়নি। শেষ মুহূর্তে এসে আরও একবার সূচি বদল সম্ভব নয় বলে জানিয়েছে বিসিসিআই।

হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রশাসক কমিটির সদস্য দুর্গা প্রসাদ আজ ক্রিকবাজকে বলেছেন, 'আমরা বিসিসিআইয়ের সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। তারা আভাস দিয়েছে, এই মুহূর্তে সূচি বদল করা সম্ভব নয়। তাই আমরাও বিসিসিআইকে সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' এ বছরের শুরুর দিকে সাবেক ভারত অধিনায়ক মোহাম্মদ আজহারউদ্দিনকে হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে প্রশাসক কমিটি নিয়োগ দেন ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাওয়ের নেতৃত্বে সেই কমিটি এখন সংস্থাটি চালাচ্ছে।

বিশ্বকাপের সূচি আর বদলাবে না, খবরটি নিশ্চিত করে হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের আরেক সূত্র ক্রিকবাজকে বলেছে, 'আমরা বিসিসিআইয়ের সহসভাপতি রাজীব শুক্লার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তিনি এর মধ্যেই একটা বিবৃতি দিয়েছেন। আমাদের জানানো হয়েছে, শেষ মুহূর্তে এমন পরিবর্তন আনা কঠিন। যে সূচি আছে, আমরা সে অনুযায়ী খেলা আয়োজনের চেষ্টা করব। শহরের পুলিশ কমিশনারও আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছেন।'

আগামী ৯ ও ১০ অক্টোবর হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের পরপর দুটি ম্যাচ হবে। ৯ অক্টোবর খেলবে নিউজিল্যান্ড-নেদারল্যান্ডস, পরদিনই পাকিস্তান খেলবে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। দুটি ম্যাচই দিবারাত্রির। পরপর দুই দিনে দুটি ম্যাচ আয়োজনে পুলিশ কতটুকু নিরাপত্তা দিতে পারবে, এ নিয়ে উদ্বেগ ছিল হায়দরাবাদের।

এর আগে নবরাত্রি উৎসবের কারণে ১৫ অক্টোবর আহমেদাবাদে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের সূচি বদলানোর প্রস্তাব করা হয়। কালীপূজার কারণে একই অনুরোধ করা হয় নভেম্বরে কলকাতার একটি ম্যাচ নিয়ে। উভয় অঞ্চলের পুলিশের ভাষ্য ছিল, ধর্মীয় উৎসব থাকায় বিশ্বকাপের ম্যাচে পর্যাপ্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা নিশ্চিত করা কঠিন হবে। তাই এই দুই ম্যাচের সূচি বদল করা হয়। সেটি করতে গিয়ে মোট ৯টি ম্যাচের সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়। বিসিসিআই হায়দরাবাদের ক্ষেত্রে সেটি করতে রাজি হয়নি।

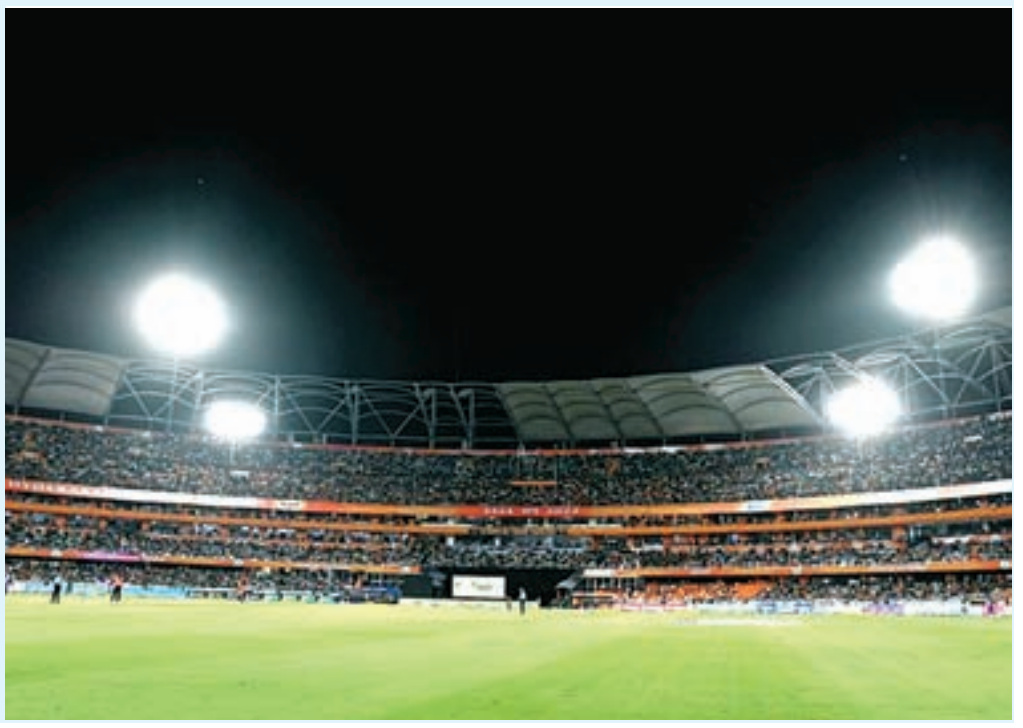

এশিয়া কাপে ইবাদতের খেলা নিয়ে শঙ্কা

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক) ঃ চোটের কারণে এশিয়া কাপে খেলা নিয়ে শঙ্কায় পড়েছেন পেসার ইবাদত হোসেন। ইবাদত খেলতে না পারলে তাঁর জায়গায় সুযোগ হতে পারে খালেদ আহমেদ অথবা তানজিম হাসান সাকিবের। প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদীন বিষয়টি আজ জানিয়েছেন। আফগানিস্তানের বিপক্ষে সর্বশেষ সিরিজে চোটে পড়েন ইবাদতও। সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে ম্যাচে বোলিংয়ের সময় বাঁ পায়ে চোট পান। যে কারণে আফগানদের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে তাঁকে রাখা হয়নি। এশিয়া কাপের জন্য ১৭ সদস্যের দলে ইবাদতকে দলে রাখা হলেও এই পেসার এখনো পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেননি। মিনহাজুল আবেদীন জানিয়েছেন, ' ইবাদতকে নিয়ে শঙ্কা আছে। কাল ফিজিওর রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত কিছু বলতে পারছি না। তবে ইবাদত না গেলে তানজিম সাকিব অথবা খালেদের মধ্যে একজনকে এশিয়া কাপে নেওয়া হবে।' খালেদ গত কয়েক দিন ধরেই এশিয়া কাপের দলে থাকা ক্রিকেটারদের সঙ্গে অনুশীলন করছেন। তানজিম আগে থেকেই এশিয়া কাপের স্ট্যান্ড বাই তালিকায় ছিলেন। ইবাদত না খেললে শেষ পর্যন্ত নির্বাচকেরা কাকে বেছে নেন, সেটাই দেখার বিষয়।

প্রবীণ মুসলিম দম্পতিকে পিটিয়ে মারল হিন্দু পড়শীরা

সীতাপুর (ওয়েবডেস্ক)ঃ উত্তরপ্রদেশে এক প্রবীণ মুসলিম দম্পতিকে তাদের হিন্দু প্রতিবেশীরা ঘিরে ধরে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ওই দম্পতির 'অপরাধ' হচ্ছে - তাদের ছেলে কয়েক বছর আগে মহল্লার একটি হিন্দু মেয়ের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। এই নৃশংস ঘটনাটি ঘটেছে গত শুক্রবার (১৮ অগাস্ট) রাতে, উত্তরপ্রদেশের সীতাপুর জেলার রাজ্যেপুর গ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে, নিহত দম্পতির নাম আব্বাস ও কামরুল নিশা - তাদের দুজনেরই বয়স ছিল পঞ্চাশের ওপর।

সীতাপুর জেলার পুলিশ সুপার চক্রেশ মিশ্রা আরও জানান, তারা গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন এবং মূল হামলাকারীসহ মোট তিনজনকে ইতোমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তবে পুরো ঘটনাটি যে হিন্দু ও মুসলিম পরিবার থেকে আসা দুই যুবকযুবতীর প্রেম ও পালিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করেই ঘটেছে, সে কথা তিনিও স্বীকার করেছেন।

ভারতে মুসলিম যুবকরা যখনই কোনও হিন্দু মেয়ের সঙ্গে ভালবাসা বা বৈবাহিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন, দেশের হিন্দুত্ববাদী শক্তিগুলো তার নামকরণ করেছে 'লাভ জিহাদ' - আর এখানেও সে রকমই একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার সূত্রপাত হয়েছিল।

তথাকথিত লাভ জিহাদের বিরুদ্ধে উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকার কঠোর আইন প্রণয়ন করেছে - এবং দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যে এই 'লাভ জিহাদ' যে রাজনৈতিক প্রচারণার একটি বড় হাতিয়ার হয়ে উঠেছে তাতেও কোনও সন্দেহ নেই।

তবে এই ধরনের ক্যাম্পেইন সমাজে কী মারাত্মক অভিঘাত সৃষ্টি করছে, সীতাপুরের ঘটনায় তা আরও একবার সামনে চলে এলো।

উত্তরপ্রদেশের নানা প্রান্তে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশি বসবাস করছেন শত শত বছর ধরে, কিন্তু এখন এই বিভাজন এতটাই সাঙ্ঘাতিক চেহারা নিয়েছে যে তারা মেরে পড়শীর মাথা ফাটিয়ে দিতেও দ্বিধা করছেন না, বিবিসিকে বলছিলেন ওই রাজ্যের সাংবাদিক পীযূষ রাই।

সীতাপুরে যা ঘটেছিল

জেলার পুলিশ প্রধান চক্রেশ মিশ্রা জানান, বছর তিনেক আগে রাজ্যেপুর গ্রামের যুবক শওকত তাদের পাড়ারই একটি হিন্দু মেয়ে রুবির প্রেমে পড়ে। তাদের বিয়েতে পরিবার সম্মতি দেবে না এটা বুঝে দুজনেই একসঙ্গে পালিয়ে যায়।

কিন্তু ২০২০ সালে ওই ঘটনার সময় রুবি তখনও অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিল

- ফলে তার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ শওকতের বিরুদ্ধে অপহরণের মামলা রুজু করে।

ওই মামলায় অভিযুক্ত শওকতকে জেলেও যেতে হয়েছিল। কিন্তু গত সপ্তাহে শওকত জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আবার গ্রামে ফিরে এলে দুই পরিবারের মধ্যে বিরোধ নতুন করে মাথা চাড়া দেয়।

গ্রামবাসীরাই পুলিশকে জানিয়েছেন, এরপরই রুবির বাবা শৈলেন্দ্র জয়সোয়াল আরও কয়েকটি হিন্দু পরিবারের সঙ্গে মিলে শওকতদের বাড়িতে হামলা চালানোর পরিকল্পনা আঁটেন।

সেই অনুযায়ী শৈলেন্দ্র জয়সোয়াল ও তার বেশ কয়েকজন সঙ্গীসাথী লোহার রড ও লাঠিসোঁটা নিয়ে শুক্রবার শওকতদের বাড়িতে হানা দেন। ঘটনার সময় শওকত বাড়িতে ছিল না, কিন্তু ছিলেন তার বাবামা আব্বাস ও কামরুল নিশা। হামলাকারীদের বাধা দিতে গিলে তাদের দুজনকেই বেধড়ক মারধর করা হয়, মাথায় লোহার রডের বাড়ি মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়। হামলাকারীরাও এর পরেই এলাকা ছেড়ে পালায়।

পুলিশ পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহত দম্পতির দেহ উদ্ধার করেছে এবং ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজে এলাকা জুড়ে চিরুনি তল্লাশিও শুরু হয়ে যায় শনিবার থেকেই।

ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করে পুলিশ সুপার চক্রেশ মিশ্রা সংবাদমাধ্যমকে যে ব্রিফিং করেন, তার একটি ভিডিও এদিন টুইট করেছেন ওই রাজ্যের সাংবাদিক পীযূষ রাই।

তিনি সেখানে জানিয়েছেন, জোড়া খুনের এই ঘটনায় শৈলেন্দ্র জয়সোয়াল, পল্লু ও অমরনাথ নামে তিনজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরও দুজন হামলাকারীর খোঁজে অভিযান চলেছে।

এই ঘটনার পর রাজ্যেপুর গ্রামে পুলিশ চৌকিও বসানো হয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনীও মোতায়েন করা হয়েছে।

টুকরো খবর

লালবাগ থেকে ছাত্রদলের ৬ নেতা গ্রেপ্তার

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ৬ নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ। শনিবার (১৯ আগস্ট) লালবাগ থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। রবিবার (২০ আগস্ট) ডিএমপির উপকমিশনার (মিডিয়া) ফারুক হোসেনের সই করা সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিদের কাছ থেকে পুলিশ ৩টি অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ও ৩৬ রাউন্ড গুলি জব্দ করেছে। গ্রেপ্তার ছাত্রদলের ৬ নেতা হলেন মমিনুল ইসলাম জিশান, মোহাম্মদ আরিফ বিল্লাহ, মো. হাসানুর রহমান, শাহাদাত হোসেন, জহির উদ্দিন বাবর ও মো. আব্দুল্লাহ আর রিয়াদ। এরা সকলেই বিশ্ববিদ্যালয় ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ের সংগঠক। পুলিশের বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, আটক ব্যক্তিরা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএনপির ছাত্র সংগঠন, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের আন্দোলন জোরদার করার পরিকল্পনা করছিলেন তারা। গ্রেপ্তারের পর তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

ড. ইউনূসসহ ৩ জনের বিরুদ্ধে শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলা চলবে ঃ আপিল বিভাগ

ঢাকা ঃ শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায়, গ্রামীণ কমিউনিকেশন্সএর চেয়ারম্যান, নোবেল বিজয়ী ও ড. মুহাম্মদ ইউনূস সহ তিনজনের করা আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। একই সঙ্গে বিচার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রবিবার প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীর নেতৃত্বে আপিল বিভাগের ৭ বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আবেদনকারীদের আইনজীবী ব্যারিস্টার আবদুল্লাহ আল মামুন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের শ্রম পরিদর্শক আরিফুজ্জামান ২০২১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালতে এই মামলা দায়ের করেন। মামলার অন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হলেন গ্রামীণ টেলিকমের এমডি মো. আশরাফুল হাসান, পরিচালক নূরজাহান বেগম ও মো. শাহজাহান। মামলার এজাহারে বলা হয়, গ্রামীণ টেলিকম পরিদর্শনে গিয়ে অধিদপ্তরের পরিদর্শকরা দেখতে পান, ১০১ জন শ্রমিককর্মচারীর স্থায়ী হওয়ার কথা ছিলো, তাদের তা করা হয়নি। তাদের জন্য কোনো অংশগ্রহণ তহবিল ও কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়নি এবং কোম্পানির মুনাফার পাঁচ শতাংশ আইন অনুসরণ করে শ্রমিকদের দেয়া হয়নি। পরে গত ৭ ডিসেম্বর প্রফেসর ইউনূস মামলা বাতিল চেয়ে হাইকোর্টে রিট করেন। ১২ ডিসেম্বর হাইকোর্ট ছয় মাসের জন্য মামলার কার্যক্রম স্থগিত করেন। চলতি বছরের ৬ জুন অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিচারের আদেশ দেন শ্রম আদালত। পরে ড. ইউনূস অভিযোগ গঠনের আদেশ বাতিল চেয়ে

আবার হাইকোর্টে রিট করেন। এর পর, গত ৮ আগস্ট হাইকোর্ট আবেদন খারিজ করে দেন। রবিবার প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন আপিল বেঞ্চ শুনানি শেষে আবেদন নিষ্পত্তি করেন এবং বিচার অব্যাহত রাখার আদেশ দেন।

রান্না করতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার

মালদা রান্না করতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। মৃতদেহ আনা হলো ময়নাতদন্তে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মর্গে শনিবার সকালে। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার গাজোল থানার রাঙাভিটা এলাকায়। মৃত বৃদ্ধার নাম তপতী বাগচি(৫৭) পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায় গত সোমবার দুপুর দুটো নাগাদ বাড়িতে রান্না করছিলেন ওই বৃদ্ধা। সেই সময় রান্না করতে গিয়ে গ্যাসের আগুন বৃদ্ধার শরীরে লেগে যায়। বৃদ্ধার চিৎকারে পরিবারে সদস্যরা ছুটে এসে অগ্নিগদ্ধ অবস্থায় ও বৃদ্ধা কে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেইখান থেকে অবস্থার অবনতি হলে মালদা মেডিকেল করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সোমবার দুপুরে ওই বৃদ্ধাকে। চিকিৎসা চলাকালীন শনিবার সকালে মৃত্যু হয় ও বৃদ্ধার। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে মৃত বৃদ্ধার পরিবারসহ গোটা এলাকায়।

সবুজয়ানের লক্ষ্য নিয়ে ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে গাছ লাগালেন মেয়র গৌতম দেব

শিলিগুড়ি ঃ শুধু নিজের ওয়ার্ড নয়, সমগ্র শহরকে সবুজে মুড়িয়ে ফেলার ভাবনা নিয়েছেন শহরের মেয়র গৌতম দেব। দশ হাজার গাছ শহরের বিভিন্ন প্রান্তে লাগানোর উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয়, বড়ো গাছকে পুনরায় প্রতিস্থাপনেরও উদ্যোগ নিয়েছেন মেয়র গৌতম দেব। শহরের বুকে বহু গাছ নিজের হাতে লাগিয়েছেন তিনি।অন্যদিকে নিজের ওয়ার্ডকে সবুজ দিয়ে সাজাতেও উদ্যোগী হয়েছেন তিনি। সেই লক্ষ্যে শনিবার সকালে শিলিগুড়ির ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড কার্যালয় থেকে শুরু করে উইনার্স ক্লাব পর্যন্ত স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে ওয়ার্ডে গাছ লাগান মেয়র। পাশাপাশি বেশ কিছু গাছ পড়ুয়াদের হাতে তুলে দেন মেয়র গৌতম দেব।

পারিবারিক অশান্তির জেরে ছেলের হাতে খুন হল বাবা

জলপাইগুড়ি পারিবারিক অশান্তির জেরে ছেলের হাতে খুন হল বাবা। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানে। বাগানের বড় লাইন এলাকায় পরিবারের সদস্যদের সামনেই মদ্যপ বাবাকে পিটিয়ে মারলো ছেলে।ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। অভিযোগ, ছেলে বিনু ওরাওঁ তার মদ্যপ বাবাকে পিটিয়ে মেরেছে। দীর্ঘদিন ধরেই মদ্যপ বাবার অত্যাচার চলছিল বলে অভিযোগ। সেই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বাবাকে লাঠি দিয়ে মারধর করে বিনু। সেই লাঠির আঘাতেই মৃত্যু হয় বাবা পালসু ওরাওঁয়ের। পালসুর দ্বিতীয় ছেলে ভাদুয়া ওরাওঁ শনিবার বাবার মৃত্যুর জন্য বিনু ওরাঁকে দায়ী করে। এই নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে ব্যাপক গন্ডগোল শুরু হয়। মৃত পালসু ওরাওঁয়ের বয়স ৬৫। ডেঙ্গুয়াঝার চা বাগানের প্রাক্তন শ্রমিক তিনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ। অভিযুক্ত বিনু ওরাওঁকে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন তারা। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে ও হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

পৃথক দুটি চুরির ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করলো শিলিগুড়ির ভক্তিনগর থানার পুলিশ

শিলিগুড়ি পৃথক দুটি চুরির ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করলো শিলিগুড়ির ভক্তিনগর থানার পুলিশ।ধৃতদের নাম সুরজিৎ চক্রবর্তী, অমিত প্রসাদ, চন্দন বর্মন এবং গোপাল দাস।শিলিগুড়ির ইসকন মন্দির রোড এবং দূর্গা নগর কলোনিতে দুটি বাড়িতে চুরি হয়।দুই বাড়ি থেকে মোবাইল ফোন, এটিএম কার্ড, বিদ্যুতের তাঁর সহ বিভিন্ন জিনিস চুরি হয়।অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ।গ্রেফতার করা হয় ৪ জনকে।উদ্ধার হয় চুরি যাওয়া সামগ্রীও।ধৃতদের শনিবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয় ।

রাজ্যে যখন রেগিং এর স্বীকার হচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা ঠিক সেই সময় মালদায় অনুষ্ঠিত হল এন্টি রেগিং নিয়ে সেমিনার

মালদা ঃরাজ্যে যখন রেগিং এর স্বীকার হচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা ঠিক সেই সময় মালদায় অনুষ্ঠিত হল এন্টি রেগিং নিয়ে সেমিনার।মালদহের গনিখান ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে এন্টি রেগিং নিয়ে সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল।এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গণিখান কলেজের ডিরেক্টর পরমশ্বর আলোপতি সহ কলেজের নবাগত ও পুরনো ছাত্রছাত্রীরা।উল্লেখ্য এন্টি রেগিং প্রায়ই আমরা কলেজে শুনতে পায়।তাতে অনেক ছাত্রছাত্রী ঘটনার স্বীকার হয়।সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বপ্নদীপ রেগিং এর স্বীকার হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এরপর থেকে বিভিন্ন মহল থেকে প্রতিবাদের সুর চড়তে থাকা।এরই মধ্যে মালদার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অনুষ্ঠিত হয় এন্টি রেগিং সেমিনার। মুল বিষয় বস্তু ছিল যে রেগিংএর স্বীকার যাতে কোন ছাত্রছাত্রী স্বীকার না হয়। সেই খারনে নবাগত ও পুরনো ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সেমিনারে আলোচনা করা সয়। যাতে কোন ভাবে কলেজর পরিবেশ নষ্ট না হয়। ছাত্রছাত্রীদের সামনা সামনী বসিয়ে আলোচনা করা হয়। রেগিং এর ভয়াবহতা কি তা নিয়েও আলোচনা হয়।ডিরেক্টর পরমেশ্বর আলোপতি জানান,গণিখান ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এদিন এন্টি রেগিং সপ্তাহ উপলক্ষে সেমিনারের সূচনা করা হয়। এখানে নবাগত ও পুরনো ছাত্রছাত্রী রয়েছে। দেখা যায় নবাগত ছাত্রীছাত্রী আসলে তাদের রেগিং করে পুরনো ছাত্রছাত্রীরা। স্বাভাবিক ভাবে তারা মনে করে তারা রেগিংএর স্বীকার হরেছে।সেক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম গারাপ হয়।কারন তাদের মধ্যে ছাত্রছাত্রীরা কে চিকিৎসক বা অন্য বড় বড় পদে যায়। হস্টেলের মধ্যে ডিভেট সহ একাধিক কর্মসূচি রাখা হয়েছে। আমরা মনে হয় রেগিং ফ্রি হয়ে যাবে।

বিরোধী দলের সমর্থন নিয়ে ভোটাভুটির মাধ্যমে ইংরেজবাজার ব্লকের মিল্কি গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন করলো তৃণমূল কংগ্রেস

মালদা ঃ বিরোধী দলের সমর্থন নিয়ে ভোটাভুটির মাধ্যমে ইংরেজবাজার ব্লকের মিল্কি গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন করলো তৃণমূল কংগ্রেস। ২১-৫ ভোটে বিরোধীদের পরাজিত করে তৃনমূল। শনিবার দুপুরে মিলকি গ্রাম পঞ্চায়েতে টানটান উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে এই পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। অবশেষে সিপিএম, কংগ্রেস এবং অন্যান্য দলের সমর্থন নিয়েই মিলকি গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করে তৃণমূল।দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মিলকি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসন সংখ্যা রয়েছে ২৬টি। এবারে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে ১১টি আসন । কংগ্রেস পেয়েছে সাতটি। সিপিএম পেয়েছে দুইটা। বিজেপি পেয়েছে তিনটি এবং তিনটি আসন পেয়েছে নির্দল।এবারে মিল্কি গ্রাম পঞ্চায়েতটি ত্রিশঙ্কু হয়েছিল । প্রথম থেকেই এই গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল তৃণমূল। তবে আশঙ্কা ছিল তৃণমূলের একাংশ নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যদের নিয়ে বোর্ড গঠন করতে পারে বিরোধীরা। কিন্তু বিরোধীদের সম্পূর্ণ পরিকল্পনায় জল ঢেলে দিয়েছে তৃণমূল। বিরোধীদের সমর্থন নিয়ে মিল্কি গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রধান হয়েছেন মহসিনা বিবি এবং উপপ্রধান হয়েছেন সান্তনা পোদ্দার।মিল্কি গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল কমিটির নেতা তথা ইংরেজবাজার ব্লক কমিটির সহ-সভাপতি মনোজ পোদ্দার জানিয়েছেন, মিলকি গ্রাম পঞ্চায়েত ত্রিশঙ্কু ছিল । তবে এদিন বোর্ড গঠনের সময় আমরা সেটি গঠন করতে পেরেছি। বিরোধীদের কিছু নির্বাচিত সদস্যরা তৃণমূলকে সমর্থন জানিয়েছেন । ভোটাভুটির মাধ্যমে ২১ টি ভোট পেয়ে তৃণমূল বোর্ড দখল করেছে। আমরা সকলকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। গ্রামীন এলাকায় উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে বিরোধী দলের কিছু পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলকে সমর্থন করেছে। তাতেই মিল্কি গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন করেছে তৃণমূল কংগ্রস।

প্রকাশ্য রাস্তায় এক ব্যক্তিকে চাকু দিয়ে কুপিয়ে নগদ ত্রিশ হাজার টাকা লুঠ করে পালালো দুষ্কৃতীরা

মালদা ঃ প্রকাশ্য রাস্তায় এক ব্যক্তিকে চাকু দিয়ে কুপিয়ে নগদ ত্রিশ হাজার টাকা লুঠ করে পালালো দুষ্কৃতীরা। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে পুখুরিয়া থানার পলসনা এলাকায়। জখম অবস্থায় ছুরি বিদ্ধ ওই ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। এই হামলার ঘটনায় আক্রান্তের পরিবার পাঁচ জন দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে পুখুরিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, জমি সংক্রান্ত পুরনো বিবাদের জেরেই এই হামলার ঘটনাটি ঘটেছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে , আহত ব্যক্তির নাম মাসুদ শেখ (৪৮) । পলসনা এলাকার বাজারের কাছে চা খেতে গিয়েছিলেন ওই ব্যক্তি। সেই সময় চার থেকে পাঁচ জন যুবক তাকে ঘিরে ধরে । এরপর এলোপাথাড়ি ধারালো ছুরি দিয়ে কোপাতে থাকে। তাতেই গুরুতর জখম হয়ে যায় ওই ব্যক্তি। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা চিৎকার করলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়।আক্রান্ত ব্যক্তির এক আত্মীয় জানিয়েছেন, জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে এলাকারই কয়েকজন দুষ্কৃতী, তার শ্যালকের ওপর হামলা চালিয়েছে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। মাসুদ শেখের কাছে ৩০ হাজার টাকা ছিল। সেটিও লুঠ করা হয়েছে। আহতের মাথায় এবং পিঠে ছুরির ক্ষত রয়েছে।পুখুরিয়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, এই হামলার ঘটনায় নবীউল শেখ, মহম্মদ জাইমুদ্দিন, মহম্মদ কামালুদ্দিন সহ পাঁচ জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে । ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্তেরা । তাদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
মঙ্গলবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
22:08:2023

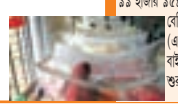

ডেঙ্গুতে নারীদের বেশি মৃত্যুর কারণ কী?

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে চলতি বছর ডেঙ্গুতে নারীরা বেশি মারা যাচ্ছেন। এ বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ২২৬ জন নারীর মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে, ডেঙ্গুতে নারীদের তুলনায় বেশি আক্রান্ত হলেও একই সময়ে ১৬২ জন পুরুষ মারা গেছেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বিশ্লেষণ করে এসব জানা গেছে। এতে দেখা গেছে, চলতি বছর ডেঙ্গুতে ৪৭৬ জন মারা গেছেন। আর আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৯১ হাজার ৯৫৪ জন (গতকাল পর্যন্ত)। এর মধ্যে ৩৬ হাজার ৯৬৩ জন নারী আর ৬১ হাজার ১০৭ পুরুষ। যাদের বয়স ১৮ বছরের বেশি। ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে রোববার দুপুরে ভার্চুয়াল ব্রিফিং করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। ব্রিফিংয়ে করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (এমআইএস) অধ্যাপক ডা. মো:. শাহাদাত হোসেন বলেন, দেশে ডেঙ্গুর ৩৩তম সপ্তাহে এসে ঢাকার পাশাপাশি ঢাকার বাইরেও সংক্রমণ কিছুটা নিম্নমুখী দেখা গেছে। যার প্রভাবে রাজধানীসহ সারাদেশের হাসপাতালগুলোতে রোগীর সংখ্যা কমতে শুরু করেছে। ডেঙ্গু রোগী কমলেও একটা আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন ডা. শাহাদাত হোসেন।

সৌদি সীমান্তরক্ষীদের গুলিতে শত শত অভিবাসী খুন

ইয়েমেন (এজেন্সী) ঃ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের একটি নতুন প্রতিবেদনে সৌদি আরবের সীমান্তরক্ষীদের বিরুদ্ধে ইয়েমেনের সীমান্তে পাইকারি হারে অভিবাসীদের হত্যার অভিযোগ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শত শত মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

এদের মধ্যে অনেকে ইথিওপিয়ান অভিবাসী রয়েছেন, যারা যুদ্ধবিধ্বস্ত ইয়েমেনের ভেতর দিয়ে সৌদি আরবে গিয়ে পৌঁছান। অভিবাসীরা বিবিসিকে জানিয়েছেন, সৌদি গুলির আঘাতে তাদের নিজেদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং তারা অনেক মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছেন।

সৌদি আরব এর আগে অভিবাসীদের পরিকল্পিত হত্যার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে।

এ নিয়ে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ) যে রিপোর্টটি প্রকাশ করেছে তার শিরোনাম 'তারা বৃষ্টির মতো আমাদের ওপর গুলি চালিয়েছে।'

এতে অভিবাসীদের কাছ থেকে পাওয়া বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে যাতে তারা বলছেন, সৌদি আরবের সাথে ইয়েমেনের পর্বতসঙ্কুল উত্তর সীমান্তে সৌদি পুলিশ এবং সৈন্যরা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে তাদের ওপর গুলি চালিয়েছে এবং কখনও কখনও তাদের লক্ষ্যবস্তু করে আক্রমণ চালানো হয়েছে।

বিবিসি আলাদাভাবে যেসব অভিবাসীর সাথে কথা বলেছে তারা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে রাতের বেলা সীমান্ত অতিক্রমের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন।

তেল সমৃদ্ধ সৌদি আরবে কাজের সন্ধানে সীমান্ত অতিক্রমের চেষ্টার সময় অনেক নারী এবং শিশুসহ ইথিওপিয়ান অভিবাসীদের বড় কিছু দল সৌদি সীমান্তরক্ষীদের গুলির মুখে পড়েন।

একুশবছর বয়সী মোস্তফা সুফিয়া মোহাম্মদ বিবিসিকে বলেন, গুলি শুধু চলছিল আর চলছিল।

তিনি জানান, গত বছরের জুলাই মাসে সীমান্ত পেরিয়ে লুকিয়ে সৌদি আরবে ঢোকার সময় তাদের ৪৫জনের অভিবাসী দলটির মধ্যে কয়েকজন গুলিতে নিহত হন।

আমার যে গুলি লেগেছে প্রথম আমি বুঝতেও পারিনি, তিনি বলছিলেন, কিন্তু আমি যখন উঠে হাঁটার চেষ্টা করি তখন আমার পায়ের একটি অংশ আমার দেহের সাথে ছিল না।

ইয়েমেনি এবং ইথিওপিয়ান মানব পাচারকারীদের হাতে বিপদ, অনাহার আর সহিংসতায় ভরপুর তিন মাসের যাত্রার সেটি ছিল এক নৃশংস, বিশৃঙ্খল অবসান।

কয়েক ঘণ্টা পরে শুট করা এক ভিডিওতে দেখা যায়, মোস্তফা সুফিয়া মোহাম্মদের বাম পা দেহ থেকে প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

তার পা হাঁটুর নীচে কেটে ফেলা হয়েছিল এবং তিনি এখন ইথিওপিয়াতে তার বাবামায়ের সাথে থাকেন এবং ক্রাচ এবং কৃত্রিম অঙ্গ ব্যবহার করে হাঁটাচলা করেন।

আমি সৌদি আরবে গিয়েছিলাম কারণ আমি আমার পরিবারের জীবনকে উন্নত করতে চেয়েছিলাম, দুই সন্তানের বাবা মুস্তফা বললেন, কিন্তু আমার আশা পূরণ হয়নি। এখন আমার সব কাজ আমার বাবামাকেই করতে হয়।

সৌদি সীমান্তরক্ষীদের গোলাগুলি থেকে বেঁচে যাওয়া কয়েকজন গভীর মানসিক আঘাতে বিপর্যস্ত।

ইয়েমেনের রাজধানী সানার বাসিন্দা এক নারী জাহরা কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে এখনও কথা বলতে পারেন না।

তিনি বলেন তার বয়স ১৮ বছর, কিন্তু তাকে দেখতে অনেক অল্পবয়সী মনে হয়। গোপনীয়তার জন্য আমরা তার আসল নাম ব্যবহার করছি না।

তার যাত্রা শুরু হওয়ার পর থেকে তার প্রায় আড়াই হাজার ডলার খরচ হয়েছিল মানব পাচারকারীদের হাতে মুক্তিপণ এবং ঘুষের খরচ হিসেবে। কিন্তু যাত্রার শেষে মিলেছিল বুলেট বৃষ্টি। একটি বুলেট তার এক হাতের সবগুলো আঙুল কেড়ে নিয়েছে। তার আঘাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি আর উত্তর দিতে পারেননি। এবং অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন।

জাতিসংঘের অভিবাসন সংস্থা আইওএম এর মতে, বছরে দু'লক্ষেরও বেশি বেশি মানুষ হর্ন অফ আফ্রিকা থেকে সমুদ্রপথে ইয়েমেন যান, এবং এরপর সেখান থেকে সৌদি আরবে ঢোকার চেষ্টা করেন।

মানবাধিকার সংস্থাগুলো বলছে, তাদের পথ চলার সময় অনেকেই কারাভোগ করেন এবং মারধরের শিকার হন।

ঐ সমুদ্র পারাপার যথেষ্ট বিপজ্জনক। গত সপ্তাহে জিবুতির উপকূলে এক জাহাজ ডুবির ঘটনায় ২৪ জনেরও বেশি অভিবাসী নিখোঁজ হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

ইয়েমেনের ভেতরে প্রধান অভিবাসী রুটগুলি পথের দু'পাশে ছড়ানো রয়েছে প্রাণ হারানো অভিবাসীদের বহু কবর।

উত্তর ইয়েমেনের বেশিরভাগ অংশ নিয়ন্ত্রণ করছে হুথি বিদ্রোহীরা। রাজধানী সানায় তাদের পরিচালিত একটি আটক কেন্দ্রে আগুন লেগে দু'বছর আগে কয়েক ডজন অভিবাসীর মৃত্যু ঘটে।

কিন্তু এইচআরডব্লিউ'র সর্বশেষ এই রিপোর্টে যেসব অন্যায়অত্যাচারের বর্ণনা রয়েছে তার মাত্রা এবং প্রকৃতি একেবারেই ভিন্ন।

ঐ প্রতিবেদনের প্রধান লেখক নাদিয়া হার্ডম্যান বিবিসিকে বলেছেন, আমরা যেসব ঘটনা নথিভুক্ত করতে পেরেছি তা মূলত পাইকারি হত্যা।

লোকেরা এমন সব জায়গার বর্ণনা করেছেন যেগুলি মূলত মৃত্যু উপত্যকার মতো শোনাচ্ছে- সমস্ত পাহাড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বহু মৃতদেহ, বলেছিলেন তিনি।

প্রতিবেদনটিতে ২০২২ সালের মার্চ থেকে এবছরের জুন মাস পর্যন্ত সময়কালকে তুলে ধরা হয়েছে। এতে আগ্নেয়াস্ত্রের সাথে জড়িত ২৮টি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা এবং কাছ থেকে চালানো ১৪টি গোলাগুলির বিবরণ রয়েছে।

আমি শত শত ছবি এবং ভিডিও দেখেছি যেগুলো আমাকে জীবিত অভিবাসীরা পাঠিয়েছেন। সেগুলোতে ভয়ঙ্কর আঘাত এবং বিস্ফোরণের ক্ষত দেখা যাচ্ছে।

এইচআরডব্লিউ'র রিপোর্টের প্রণেতারা বলছেন, প্রত্যন্ত সীমান্ত ক্রসিং এবং প্রাণে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার অসুবিধার কারণে এসব ঘটনায় মোট কতজন নিহত হয়েছেন তা সঠিকভাবে জানা অসম্ভব।

আমরা সর্বনিম্ন ৬৫৫ জনের কথা বলছি, তবে এই সংখ্যা হাজার হাজার হতে পারে, বলছিলেন মিজ হার্ডম্যান। আমরা বাস্তব প্রমাণ পেয়েছি যে এসব নিপীড়নের ঘটনাগুলি সংখ্যায় ব্যাপক এবং সুপরিকল্পিত, এবং এগুলো মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের সমান, তিনি বলেন।

ইয়েমেনের সীমান্তে সৌদি নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে সংঘটিত ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের রিপোর্টটি সম্পর্কে প্রথম জানা যায় গত অক্টোবর মাসে, রিয়াদ সরকারের কাছে জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞদের পাঠানো একটি চিঠিতে।

সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, অভিবাসীদের বিরুদ্ধে সৌদি নিরাপত্তা বাহিনীর ছোঁড়া কামানের গোলা এবং ছোট আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার বড় মাপের নির্বিচার আন্তসীমান্ত হত্যাকাণ্ডের একটি পদ্ধতিগত প্যাটার্ন বলে মনে হচ্ছে। অভিযোগের ভয়ঙ্কর প্রকৃতি সত্ত্বেও চিঠিটি অনেকাংশে প্রকাশ করা হয়নি।

সৌদি সরকারের অস্বীকৃতি

সৌদি আরবের সরকার বলছে, অভিযোগগুলিকে তারা গুরুত্ব সহকারে নিয়েছে। তবে হত্যাকাণ্ডগুলি পরিকল্পিত কিংবা বড় মাত্রায় ছিল বলে জাতিসংঘ যেভাবে বর্ণনা করেছে, তারা সেটাকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করছে।

প্রাপ্ত সীমিত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে, সৌদি সরকার জবাব দিয়েছে, অভিযোগগুলি নিশ্চিত বা প্রমাণ করার মতো কোনও তথ্য বা প্রমাণ রাজ্যে কর্তৃপক্ষ খুঁজে পায়নি।

কিন্তু গত মাসে মিক্সড মাইগ্রেশন সেন্টার নামে একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানও জীবিত অভিবাসীদের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে সৌদি সীমান্তে হত্যাকাণ্ডের আরও কিছু অভিযোগ প্রকাশ করেছে।

ঐ রিপোর্টে সীমান্ত এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পচা মৃতদেহের বর্ণনা রয়েছে, বন্দী অভিবাসীদের জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় সৌদি সীমান্তরক্ষীরা জানতে চেয়েছে তারা কোন পায়ে গুলি খেতে চান, এবং আতঙ্কিত অভিবাসীদের একটি বড় দলকে আক্রমণ করার সময় মেশিনগান ও মর্টার ব্যবহার করা হয়েছে।

তবে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদনটি এপর্যন্ত সবচেয়ে বিশদ। সেখানে একাধিক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ রয়েছে এবং সীমান্তের ক্রসিং পয়েন্টের স্যাটেলাইট ছবি রয়েছে যেখানে অনেকগুলো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বলে কথিত আছে, সেইসাথে সেখানে রয়েছে অনেকগুলো অস্থায়ী কবরস্থান।

জাতিসংঘের মানবাধিকার র‍্যাপোর্টিয়ার, মিক্সড মাইগ্রেশন সেন্টার এবং হিউম্যান রাইটস ওয়াচের অভিযোগ সম্পর্কে মন্তব্যের জন্য বিবিসি সৌদি সরকারের কাছে যোগাযোগ করেছিল, কিন্তু কোনো জবাব আসেনি।

একুশে অগাস্ট গ্রেনেড হামলার ঘটনা এখনো বিএনপির জন্য কতটা অস্বস্তিকর?

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ একুশে অগাস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার রায়ের পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছিল, রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের' সহায়তায় ঐ হামলার মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে নেতৃত্বশূন্য করার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সময় ক্ষমতায় ছিল বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী মিলে চারদলীয় জোট।

রাজনীতি বিশ্লেষকদের অনেকে মনে করেন, ১৫ই অগাস্টের পরে ওই হামলার ঘটনা ছিল আওয়ামী লীগের জন্য সবচেয়ে বড় আঘাত। এর ফলে রাজনৈতিক যে তিক্ততা শুরু হয়েছে, এখনো তার সমাধান হয়নি।

গ্রেনেড হামলার জন্য আওয়ামী লীগ বিএনপি এবং তাদের মিত্রদের দায়ী করে আসলেও বিএনপির পক্ষ থেকে বরাবরই ওই হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগ নাকচ করে দেয়া হয়েছে। তবে বিশ্লেষকরা মনে করেন, প্রায় বিশ বছর হলেও একুশে অগাস্টের ঘটনা এখনো রাজনৈতিকভাবে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে একটি বড় ইস্যু হয়ে রয়েছে।

বিশেষ করে প্রায় বিশ বছর পরেও একই ঘটনা বিএনপির জন্য একটি নাজুক ইস্যু হিসাবে রয়ে গেছে। ২০০৪ সালের ২১শে অগাস্ট ঢাকায় বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক সমাবেশ চলার সময় গ্রেনেড হামলা হয়। সেই হামলায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এবং শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন নেতা অল্পের জন্য বেঁচে গেলেও ২৪ জন নিহত হয়েছিলেন, আহত হয়েছিলেন চারশোর বেশি নেতাকর্মী।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে আগে থেকে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও একুশে অগাস্টের ঘটনায় দুই দলের মধ্যে গভীর অবিশ্বাস আর চরম তিক্ততা তৈরি হয়েছে। রাজনৈতিক সেই ফাটল পরবর্তীতে আরও দীর্ঘ হয়েছে।

বিশেষ করে হামলার ঘটনার পরে যেভাবে তদন্তের নামে 'জজ মিয়া নাটক' সাজানোর মাধ্যমে মামলা ভিন্ন খাতে নেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, সেই সময়ের বিএনপি নেতারা যেসব মন্তব্য করেছে, সেসব কারণে বিএনপির আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

গবেষক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমেদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, ''যেহেতু বিএনপির আমলে ঘটনাটি ঘটেছে, এই ঘটনা নিয়ে বিএনপির প্রতিক্রিয়া যা ছিল, সেই সময়ে যে তদন্ত হয়েছে, সবকিছুই প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। জজ মিয়ার ব্যাপারটি ফাঁস হয়ে যাওয়ার পরে বোঝা গেছে, এটাকে ভিন্নখাতে নেয়ার চেষ্টা করেছে বিএনপি।''

'ফলে দায়টা তাদের ওপর এসে পড়ে। অবশ্যই এরকম একটা ঘটনা ঘটার পেছনে অনেকে জড়িত থাকতে পারে,'' বলছেন মি. আহমেদ।

ঘটনার পরের দিন শেখ হাসিনা যখন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন, তখনও তিনি হতবিহ্বল।

হামলার পরে ঢাকায় নিযুক্ত বিদেশি কূটনীতিকরাও বিবৃতি দিয়ে সুষ্ঠু ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত তদন্ত করার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছিল। অর্থাৎ তাদের মধ্যেও সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া নিয়ে এক ধরনের আশঙ্কা ছিল।

সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০৭ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর হামলার ঘটনা পুনঃ তদন্ত শুরু হয়। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর আবার তদন্ত শুরু করা হয়।

২০০৮ সালের নভেম্বর মাসে হরকাতুল জিহাদের নেতা মুফতি আবদুল হান্নানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তার জবানবন্দির পরে পুরো মামলা ভিন্ন চেহারায় রূপ নেয়।

আদালতে উপস্থাপিত মুফতি হান্নানের জবানবন্দিতে বলা হয়, বিএনপি সরকারের শীর্ষ কয়েকজন ব্যক্তির সহায়তায় তিনি আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলা চালিয়েছিলেন।

জবানবন্দিতে উল্লেখ করা হয়, বিএনপি সরকারের উপমন্ত্রী আব্দুল সালাম পিন্টুর ভাই মাওলানা তাজউদ্দিনের মাধ্যমে মি. পিন্টুর সাথে প্রথম যোগাযোগ হয়। এরপর তার মাধ্যমে তারা তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরের কাছে কাছে যান। লুৎফুজ্জামান বাবর এবং কুমিল্লার তৎকালীন নির্বাচিত সংসদ সদস্য কায়কোবাদকে সঙ্গে নিয়ে তারা হাওয়া ভবনে যান, যেটি ছিল বিএনপির শীর্ষ নেতা তারেক রহমানের কার্যালয়। মুফতি হান্নান তাঁর জবানবন্দিতে জানিয়েছেন, হাওয়া ভবনের বৈঠকে আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, হারিছ চৌধুরী, লুৎফুজ্জামান বাবর, ডিজিএফআইএর তৎকালীন প্রধান মেজর জেনারেল (অব.) রেজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী এবং ব্রিগেডিয়ার (অব.) আব্দুর রহিম উপস্থিত ছিলেন।

তাদের উপস্থিতির কিছুক্ষণ পর তারেক রহমান সেখানে আসেন। এমনটাই জানা যাচ্ছে আদালতে দেয়া মুফতি হান্নানের জবানবন্দি থেকে।

মুফতি হান্নানের ভাষ্য অনুযায়ী, তার সহযোগীরা যাতে হাওয়া ভবনে আর না আসে সেটি জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, আপনারা বাবর সাহেব এবং আব্দুস সালাম পিন্টুর সাথে যোগাযোগ করে কাজ করবেন।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের একজন মোশাররফ হোসেন কাজল ২০১৮ সালে রায় হওয়ার পর সাংবাদিকদের বলেছিলেন, আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করতেই ২১শে অগাস্টের হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছে এবং এই হত্যাকাণ্ডে রাষ্ট্রযন্ত্র জড়িত ছিল বলে রায়ের পর্যবেক্ষণে তখন উঠে এসেছিলো।

আদালতের রায় ঘোষণার পর তিনি সাংবাদিকদের বলেছিলেন, আদালত তার পর্যবেক্ষণে বলেছেন ১৯৭৫ সালের ১৫ই অগাস্টের মতোই ২১শ অগাস্টের হামলার মাধ্যমে শেখ হাসিনাকে হত্যা এবং আওয়ামী লীগকে নেতৃত্বশূন্য করতে চেয়েছিল। আর এই ষড়যন্ত্রে তখনকার সরকার ও রাষ্ট্রযন্ত্র জড়িত। তারেক রহমানের হাওয়া ভবনে বসে এই হামলার ষড়যন্ত্র হয়েছে।''

হাওয়া ভবন সম্পর্কে আদালতের পর্যবেক্ষণের বিষয়য়ে মোশাররফ হোসেন কাজল বলেন, তারা এক ও অভিন্ন উদ্দেশে এই ষড়যন্ত্র করে আইনের আশ্রয়ে এই অপরাধীদের সোপর্দ না করে তারা এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে কাজ করেছে।

পরবর্তীতে হামলার আলামত নষ্ট করা এবং প্রকৃত আসামীদের আড়াল করার জন্য সামরিকবেসামরিক প্রশাসনের কিছু কর্মকর্তা কাজ করেছেন বলে অভিযোগে বলা হয়।

তবে এসব অভিযোগ বরাবরই অস্বীকার করে এসেছে বিএনপির নেতারা। তারেক রহমান ও লুৎফুজ্জামান বাবরের আইনজীবীদের দাবি, মুফতি হান্নানের জবানবন্দি জোর করে নেয়া হয়েছি।

সেই সময় বিএনপি নেতাদের আইনজীবী সানাউল্লাহ মিয়া রায়ের পর বলেছেন, মুফতি হান্নানকে ৪০০ দিন রিমান্ডে রেখে এ স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছিল।এমনকি মুফতি হান্নান সে জবানবন্দি প্রত্যাহারের আবেদন করেছিল বলে দাবি করেন সানাউল্লাহ মিয়া।

তবে আদালতের পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছিলো, আর্জেস গ্রেনেডের মতো অস্ত্র, যা যুদ্ধে ব্যবহার হয়, রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্যে তার বিস্ফোরণ ঘটানো হলো প্রকাশ্য দিবালোকে আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে।

এই মামলায় ২০১৮ সালে আদালত যে রায় দিয়েছিল, সেখানে বিএনপির বর্তমান ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরীসহ শীর্ষ কয়েকজন নেতাকে নানা মেয়াদে সাজা দেয়া হয়। সেই সঙ্গে বেশ কিছু পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হয়। বিএনপি এর প্রতিক্রিয়ায় বলেছিল, আওয়ামী লীগ ২১শে অগাস্ট নিয়ে রাজনীতি করছে এবং রাজনৈতিক কারণেই তারেক রহমানকে ফাঁসানো হয়েছে।

সেদিনই একটি সংবাদ সম্মেলন করে বিএনপির মহাসচিব মীর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছিলেন, বিএনপি মনে করে এ রায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ২১ শে অগাস্ট সেই নৃশংস ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে তৎকালীন বিএনপি সরকারই সেই সময় প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি দেয়ার জন্য মামলা দায়ের করেছে। স্থানীয় তদন্ত সংস্থার পাশাপাশি এফবিআই এবং ইন্টারপোলকে সম্পৃক্ত করেছে।

তবে নথিপত্রে দেখা যায়, বিএনপিজামায়াত জোট সরকারের আমলে হওয়া প্রথম তদন্তের কোনো প্রতিবেদন দাখিল হয়নি।

২০১৮ সালে রায় হওয়ার পর বিএনপি নেতা মওদুদ আহমেদ বিবিসি বাংলাকে দেয়া একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, যদি বলেন যে কোন বড় ঘটনার জন্য যে কোন দেশে সরকারকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দায়িত্ব নিতে হয়, সেটা তারা নিয়েছে। নিয়ে যতটুকু করার করেছে, কিন্তু আওয়ামী লীগ তো কোঅপারেট করে নাই।

বিএনপি নেতারা দাবি করেন, রাজনৈতিকভাবে এই মামলায় তারেক রহমান এবং বিএনপির নেতাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একুশে অগাস্টের ঘটনাকে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে বলেও তারা দাবি করেন।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বিবিসি বাংলাকে বলেন, ''তখন বিএনপি ক্ষমতায় ছিল, ওই মুহূর্তে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে ছিল বিএনপি, আমাদের তো এ ধরনের কোন কাজে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তাই নেই। আমরা তাদের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী বলেও মনে করিনি। এরকম ঘটনায় তো বিএনপির জড়িত হওয়ার দরকার নেই।